www.facebook.com/alipur.barta.5 whatsapp no. 9038640030 ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৬

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৬ পৌষ – ২২ পৌষ, ১৪২২ ঃ ২ জানুয়ারি – ৮ জানুয়ারি, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 10, 2 January - 8 January, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবনা
চারের পাতায়

গুণিন থেকে গাইনি
ছয়ের পাতায়

ব্রিগেডে যতই ভিড় হোক, মমতার কৌশলে ধরাশায়ী বামেরা

আগামী নির্বাচনে বামেদের সাফল্য দূর অস্ত

ওঁকার মিত্র

কম্যুনিস্ট শিক্ষা বলে ক্ষমতার বাইরে থাকাটাই বঞ্চিত নিপীড়িত খেটে খাওয়া মানুষকে সংগঠিত করার সঠিক সময়। ক্ষমতায় থাকার ভাইরাসগুলো এড়িয়ে এইসময় গ্রাম–গঞ্জের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। এ রাজ্যের বামেরা সাড়ে চার বছরের বেশি ক্ষমতার বাইরে ছিল। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু শহরকেন্দ্রীক আন্দোলন ছাড়া কিছুই করতে পারল না। এতগুলো দিন হেলায় হারালো। এখন জনসভা–প্লেনামে নানা তাত্ত্বিক আলোচনা, তর্ক বিতর্ক শেষ করে ক্ষমতায় আসার জন্য নানা মুখরোচক কর্মসূচি শুরু করে দেবে। কার সঙ্গে জোট করলে কি সুবিধা হবে নেতারা বসে তার অঙ্ক কষবেন। মানুষের যে তাতে কি উপকার হবে তা কেউ জানে না।

পশ্চিমবঙ্গের বামেদের এই অবস্থার কারণ দুটো। প্রথমত ক্ষমতায় থাকার সময় স্বচ্ছতা, দৃঢ়তা হারিয়ে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা খুইয়ে বসে আছেন বাম নেতারা। কোনও বিশ্বাসযোগ্য নতুন মুখ তুলে আনতেও তারা ব্যর্থ। দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণটা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌশল। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী গ্রাম

গঞ্জের দরিদ্র মানুষের কাছে বাম নেতাদের পৌঁছানোর রাস্তা কার্যত বন্ধ করে দিয়েছেন। এ রাজ্যের বাম আন্দোলন, সাফল্য সম্পর্কে যার

কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তারা জানেন বামেদের মূল শক্তি ছিল গ্রাম গঞ্জের বঞ্চিত মানুষ। তারাই ছিল বামেদের হাতিয়ার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুকৌশলে চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও কেন্দ্রীয় বরাদ্দকে এমনভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে বন্টন করেছেন তাতেই এ রাজ্যের পণ্ডিত বাম নেতারা পথ হারিয়ে দিশাহারা।

কৃষক–শ্রমিক–শিল্পী–বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বামেদের চালিকা শক্তি। ক্ষমতায় এসে বামেদের হতাশাকে কাজে লাগিয়ে এদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন মমতা। ফসল নষ্ট হলেও কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পেয়ে স্বস্তি বোধ করছেন। কল–কারখানা বন্ধ হলে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন শ্রমিকরা। পাচ্ছেন সস্তায় খাদ্যশস্য। গ্রামীণ শিল্পীরা সম্মান ও ভাতা পেয়ে জীবনের নতুন মানে খুঁজে পেয়েছেন। বাংলার হস্তশিল্পীদের পাশে প্রায় কল্পতরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতমুখে তাদের শুধু সাহায্য করেন নি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বিশ্বের বাজারে। প্রত্যন্ত গ্রাম–গঞ্জের শিল্পীদের জীবনের ছবিটাই বদলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুদ্ধিজীবী–কলা–কুশলীদের যোগ্য সম্মান দিয়েছেন, যা পেয়ে তারা বহুদিনের অবহেলার জবাব দিয়ে খুল্লম খুল্লা দাঁড়িয়ে পড়েছেন মমতার পাশে। যুবকদের মুখ্যমন্ত্রী কাছে টেনে নিয়েছেন ক্লাব অনুদানে। তারা এখন মমতাময়।

এরপর দুয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারত–পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কাবুল থেকে ফেরার পথে হঠাৎ লাহোরে গিয়ে নওয়াজ শরিফের জন্মদিন কাটালেন তাঁর পরিবারের সঙ্গে।

রবিবার : এবার বিধানসভা ভোটে কোথায় কি হচ্ছে তা জানতে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিতে চলেছেন এক মোবাইল অ্যাপ। নাম সমাধান। এই অ্যাপের মাধ্যমে যে কোনও গোলমালের কথা কমিশনকে জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। ভোটকর্মীদের উপর নির্ভর করতে হবে না।

সোমবার : কলকাতায় এবার সিপিএম–এর প্লেনাম। তার আগে প্রকাশ্য জনসভা বিগ্রেডে। উপস্থিত ছিলেন তাবড় বাম নেতারা। কিন্তু আদালতের সব নির্দেশ উপেক্ষা করে ময়দানে চলল রান্না–বান্না ও খাওয়া–দাওয়া। তারপর উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল কয়েকদিন। পরিবেশবিদরা নিশ্চুপ।

মঙ্গলবার : ধর্ষণ ক্রমেই মহামারির আকার নিচ্ছে। মনুষ্যকে হত্যা করতে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের সর্বত্র। এবার তাতে সামিল হল সেনা জওয়ানরাও। অসহায়কে রক্ষা করা যাদের কর্তব্য তারা একা পেয়ে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করল অমৃতসর এক্সপ্রেসে।

বুধবার : পুলিশের বদলিতে নেতাদের নাক গলানো বন্ধ। ফরমান দিলেন ডিজি। বুঝতে অসুবিধা হয় না অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বেআইনি হস্তক্ষেপকে ফরমান দিয়ে আটকাতে হচ্ছে। পুলিশের রাজনীতিকরণ না আটকালে অবস্থা বদলাবার আশা কম।

বৃহস্পতিবার : এটিএম থেকে অর্থ লোপাটের মাত্রা সম্প্রতি বেড়ে উঠেছে। গোপন নম্বর হাতিয়ে বা এটিএমে ঢুকে টাকা লুঠ চলছে। এজন্য দায়ী ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ও মানুষের অসচেতনতা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যত বাড়ছে সাধারণ মানুষের বিড়ম্বনা সেই অনুযায়ী কমছে না। বরং জটিল যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছেন আম আদমি।

শুক্রবার : ভোর হল নতুন ইংরাজি বছরের প্রথম সকালে। রাতভর বর্ষশেষের উৎসবের মাঝে নতুন বছরের আনন্দ অনেকখানি বাড়িয়ে দিল সাফ গেমসের সেমিফাইনালে ভারতের জয়। ফাইনালে আফগানদের হারালে বহুদিন পর ভারতীয় ফুটবলে সাফল্য আসবে। অপেক্ষায় সবাই। আসলে ফুটবলে পিছু হঠতে হঠতে ভারতের স্থান গিয়ে দাঁড়িয়েছে তলানিতে। একসময় চিন–জাপানের মহড়া নেওয়া ভারত এখন উপমহাদেশে সাফ গেমস জিতলেই অনেক ধরা হচ্ছে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

স্লুইস গেট ভেঙে মৃত্যুফাঁদ

কুনাল মালিক, ফলতা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা থানা এলাকার উত্তর বাসুরলাট গ্রামে নদী বাঁধের স্লুইস গেটে বসে গিয়ে মৃত্যু ফাঁদ হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। ওই বাঁধে ২৪ ঘন্টা সিভিক পুলিশ দিয়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বাইক ভ্যান থেকে লোক নামিয়ে চলাচল করানো হচ্ছে। এমন ভাবে রাস্তা বসে গিয়েছে যে কোনও সময় পুরো রাস্তা বসে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। ফলতা থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই বসে যাওয়া রাস্তা দিয়ে প্রচুর মানুষ ও যান চলাচল করে। ফলতা থেকে বুড়ুল হয়ে রায়পুর পর্যন্ত এই নদী বাঁধ দিয়ে বুড়ুল, শ্যামসুন্দরপুর, রাজারামপুর, মনসাতলা, কাঁটাখালি গ্রামের ছাত্র ছাত্রী, সাধারণ নিত্যযাত্রীরা যাতায়াত করেন। দীর্ঘদিন এই স্লুইস গেট বসে গিয়ে মৃত্যুফাঁদ হয়ে থাকলেও, প্রশাসন নির্বিকার আছে বলে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করলেন। যদি সত্যিই কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে যারা রোগী তারা সমস্যায় পড়বে। স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মীকান্ত বোস জানালেন, এই এলাকাটি ফলতা পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই হাল সত্ত্বেও প্রশাসন নির্বিকার আছে। এই প্রসঙ্গে ফলতা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মণ্ডল বলেন, হ্যাঁ একটু দেরি হয়েছে। তবে সেচ দফতর থেকে এস্টিমেট হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

চিরঞ্জিতকে পিছনে ফেলেছেন সোহম

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সম্প্রতি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার তৃণমূল সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পারিষদ সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতি সহ জেলার বিভিন্ন তৃণমূল নেতৃত্বদের নিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকেন্দ্রীক একটি দলীয় মিটিং করেন। যার মূল উদ্দেশ্য উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দূরীকরণ। এদিনের এই মিটিংয়ে তিনি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য একপ্রকার হুইপ জারি করেন। কারণ এখনও তৃণমূলের ভোট কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ভর। রাজ্যের মানুষ আজও তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আগে প্রার্থীদের দেখেন না, দেখেন তৃণমূলনেত্রীকে। তা তিনি যত বড় দরেরই প্রার্থী হোন না কেন। নেত্রীর এদিনের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা নেতৃত্ব নিয়ে মিটিংয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে যতই হুইপ জারি করুন না কেন, বাস্তবে তা কতখানি কার্যকর হবে, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞ মহল। আজকের প্রতিবেদনে উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত বিধানসভা প্রসঙ্গে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের প্রতিক্রিয়ায় জানা গিয়েছে, বারাসতবাসীর দুর্ভাগ্য। কারণ, বেশ কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে বারাসতবাসী একজন ভালো বিধায়ক পেল না।

বারাসত বিধানসভা

পূর্বতন নির্বাচনে বারাসতবাসী একজন ভালো বিধায়ক পেল না। পূর্বতন বামফ্রন্টের আমল থেকেই এই বেদনার অধ্যায় ভোগ করে আসছেন তারা।

তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বারাসতে তৃণমূল বিধায়ক হন অশোক (গোপাল) মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে প্রয়াত)। তিনি পরপর দুটি পর্ব বিধায়ক হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে অশোকবাবু ভালো মানুষ ছিলেন। দলের ভালো সংগঠক ও নেতৃত্বও ছিলেন তিনি। কিন্তু সরকারে বামফ্রন্ট থাকায় বারাসতের জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করে যেতে পারেননি। বামফ্রন্টের শেষ পর্বের বিধানসভা নির্বাচনে বারাসতের বিধায়ক হন বামফ্রন্ট মনোনীত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী বীথিকা মণ্ডল। জনস্বার্থ ও উন্নয়নমূলক কাজে তাঁরও ভূমিকা তথৈবচ। এরপর ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় পবিরর্তনের সরকার।

এরপর পাঁচের পাতায়

১ কোটি শহরবাসীর খাদ্য সামলাচ্ছেন ২২ জন ইনস্পেক্টর

বরুণ মন্ডল

অভিযোগ, সারা কলকাতা মহানগরীর ফুটপাত, রেস্তোরা ও হোটেলের খাবারের স্বাদ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ভেজাল পদার্থ মেশানো হচ্ছে। কলকাতা পুর এলাকায় খাদ্যে ভেজাল রোখার দায়–দায়িত্বের 'নোভাল এজেন্সি' হিসাবে কাজ করে কলকাতা পুরসভা। আর তাদের অধীনে আছে 'ফুড সেফটি' দফতর। এই দফতরের মেয়র পারিষদ অভিজ্ঞ প্রতিনিধি অতীন ঘোষ। কিন্তু পুর লোকবলের অভাবে তিনি সারা শহরের এতো বড়ো মাপের কাজ করে উঠতে পারছেন না। কলকাতা মহানগরীর ক্ষেত্রমান ২০৬.২ বর্গ কিলোমিটার। মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৪৪এ এসে দাঁড়িয়েছে। মহেশতলা পুরসভার কিছু অংশ কলকাতা পুরসভার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। দিনের বেলা কলকাতার প্রকৃত ও পরিবর্তনশীল জনংসখ্যা একত্রে মোট জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৫ লক্ষ ৭০ হাজারেরও অধিক। অথচ এতো বড়ো শহরের দীর্ঘদিন যাবৎ মোট ফুড ইন্সপেক্টর মাত্র ২২ জন। এ বিষয়ে অতীনবাবু বলেন, খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ পুর পরিকাঠামোয় কিছু ঘাটতি রয়েছে। সেগুলি কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। শহরের ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে পুস্তিকা (খাদ্য ব্যবসায়ীদের জন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণী) ও লিফলেট বিলিবন্টন হয়েছে। নতুন কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল ধরতে নিয়ম মতো অভিযান চালানো হয়। আরও জোরদার অভিযানের প্রক্রিয়া করা হবে। এদিকে পুর 'ফুড অ্যান্ড সেফটি' দফতরের বক্তব্য এবিষয়ে পুর পরিকাঠামো দীর্ঘদিন যাবৎ গোলমেলে। এত বড়ো শহরের বাজারগুলি ঘুরে ঘুরে খাবারের নমুনা সংগ্রহের কাজে মাত্র ২২ জন ফুড ইন্সপেক্টর রয়েছে। তাদের সংগৃহীত ভেজাল খাবারের নমুনা পুরসভার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়। এদিকে পুর ল্যাবের অবস্থা খুবই দুর্বল। মাত্র ছ'টি রঙের পরীক্ষা পুর ল্যাবে হয়। অত্যাধুনিক ল্যাব না থাকায় বহু খাবারের নমুনা পরীক্ষা করা হয় না। তারপর যে কাজটি হয় তাও বেশ সময়সাপেক্ষ। আবার কলকাতার মতো বড়ো শহরে ফুটপাথের ফুড স্টল, হোটেল, রেস্তোরার সংখ্যা কয়েক লক্ষ। অথচ তাদের ওপর সারা বছর নজরদারি চালানোতে আছে মাত্র ২২ জন ফুড ইন্সপেক্টর। স্বাভাবিক ভাবে ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সুযোগ বুঝে ফুড সেন্টারগুলি তাদের ইচ্ছে খুশি মতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আবার মাছ ও মাংসে ভেজাল ধরার কোনও ব্যবস্থা পুর ল্যাবে নেই। আর ভেজাল প্রমাণিত হওয়ার পর আদালতে মামলার নিষ্পত্তি এতো দীর্ঘস্থায়ী যে এ কাজের কর্মীরাই উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। তবে একটা আশার আলো হল কেন্দ্রীয় পুর ভবন সংলগ্ন 'চ্যাপলিন সিনেমা হলের' স্থলে পুর উদ্যোগে একটি ১০ তলা ভবন নির্মাণের কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। সেখানে এ শহরের ভেজাল খাদ্য প্রমাণের জন্য একটি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা হবে বলে পুর সূত্রে খবর।

পুরসভার প্রহসন

কল্লোলিনীর খাদ্যাভ্যাস

কলকাতার আয়তন : ২০৬.২ বর্গকিলোমিটার
ওয়ার্ড সংখ্যা : ১৪৪
মহানগরীর জনসংখ্যা : ১ কোটি ৫ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি
ফুড স্টল, হোটেল–রেস্তোরার সংখ্যা : কয়েক লক্ষ
ফুড ইনস্পেক্টরের সংখ্যা : ২২ জন
পুর ল্যাবরেটারি : ৬টি রঙ ছাড়া ভেজাল ধরবার ব্যবস্থা নেই
ল্যাব কর্মীরা : মামলার গুঁতোয় উৎসাহ হারিয়েছেন
পুরসভার ব্যবস্থা : পুস্তিকা প্রকাশ, লিফলেট বন্টন, নিয়ম রক্ষার অভিযান
একমাত্র আশা : আধুনিক ল্যাব তৈরির পরিকল্পনা

জনমোহিনী গিমিক না সংস্কারের অর্থনীতি

বাজেটের মাধ্যমে বছরের দিশা পাবে বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

মার্কিন দুনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার প্রভাব অনেকসময় খুব গুরুতরভাবে প্রকট হয় ভারত এবং অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারে। এই তো কিছুদিন আগেই এমন একটি ঘটনা ভারত তথা বিশ্ব বাজারকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। যার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ফেডের রেট হাইক বা সুদের হার বাড়ানো নিয়ে। বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ বলে আসছিল ফেড আমেরিকায় এই সিদ্ধান্ত নিলে ভারতের বাজার পড়তে বাধ্য। এমনকি অনেক বড় আকারের সংশোধনীর ইঙ্গিতও দিচ্ছিলেন তারা। অবশ্য সকলকে বোকা প্রমাণিত করে সারা বছর ধরে ফেডের এই জুজু ঘোরাফেরা করলেও প্রকৃতপক্ষে মার্কিন দেশে সুদের হার বাড়ল বছরের শেষ লগ্নে, ডিসেম্বর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই। তার আগেই ভারতের বাজার এই রেট বাড়ার সম্ভাবনায় প্রায় হাজার পয়েন্ট (নিফটি) পড়ে গিয়েছিল। ফলে ডিসকাউন্টেড হয়ে গিয়েছিল রেট কাটের গপ্পো। এই লেখা চলার সময় বছরের একেবারে অন্তিম সময়ে এসে বিদেশিরা আর বিক্রি তো করছেই না কিছু ক্ষেত্রে ক্রেতার ভূমিকা নিয়েছে। তবে এই বিদেশিদের মধ্যে ইউরোপ–আমেরিকার অংশীদারিত্ব অনেকটাই কম। চলতি ভাষায় বলা চলে মরিশাস, সিঙ্গাপুর এবং আরবের সাহেবরা এখন কিনছেন। আমেরিকান এবং ইউরোপিয়ানরা মার্কেটে ফিরতে ফিরতে সেই মধ্য জানুয়ারি। তখন তাদের আচরণ কি হয় সেদিকে নজর থাকবে সকলের। যদিও বেশ কয়েকজন প্রথিযশা বিশেষজ্ঞের মতে ২০১৬ শেয়ার বাজারের জন্য ভালোই যাবে। এবং এর সুফল ভালো মতোই কুড়োবে ভারত।

আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপ এবং এশিয়ার পুঁজিপতি দেশের নড়াচড়ার ওপরেও ভারতীয় আর্থিক বাজার কিছুসময় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আসলে এর নাম বিশ্বায়ন। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখন অর্থনীতির মোড়কে দুনিয়ার তামাম দেশ নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। সেই নব্বইয়ের দশক থেকেই এই ধারা চলে আসছে। যার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছে ভারতের নামও। শেয়ার বাজার সবসময় সন্ধান করে কিছু উপাদানের, যা কখনও নেতিবাচক আবার কখনও বা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ খবর বা উপাদানের নিয়মিত যোগান ছাড়া বাজার এগোতে পারেনা কখনওই। এই উপাদান একাধারে মার্কিন মুলুক থেকে ইউরোপ–হয়ে নানাভাবে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নতশীল মঞ্চে বড় প্রভাব ফেলে থাকে। তবে সবসময় এইসব বিদেশের খবরাখবরের দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বা অর্থবাজার তাকিয়ে থাকেনা। সেখানে অনেকসময় জায়গা করে নেয় ভারতের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমাচার। এইরকম উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্সের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক আকারে ঘনীভূত হয়েছে বারংবার।

ভারতের যেসব বিষয় সরাসরি বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বা প্রভাবিত করে থাকে তার মধ্যে প্রথমেই নজরে আসবে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্ব। উল্লেখ সেবার দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ, যাকে ইউপিএ–২ বলেই চিনে থাকেন ভারতবাসী। কেন্দ্রে যে স্থায়ীভাবে কোনও সরকার আসতে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছিল ভোট গণনার এক–দুদিন আগে থেকেই। নিফটি এবং সেনসেক্স উভয়ই উর্দ্ধমুখ ধারণ করেছিল। তাও গণনার ঠিক প্রাক মুহূর্তে নিফটি দাঁড়িয়েছিল ৩৬০০–র কাছাকাছি। কেউ ভাবতেই পারেনি যে এখান থেকে বাজার পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার বিশাল একটা উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছাবে। সেই অবাস্তব ঘটনাই স্বপ্নের মতো বাজারে উত্তোলিত হয়। শনিবার গণনা শেষে দেখা যায় যাবতীয় অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ফের মনমোহন সিং গঠন করতে চলেছেন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। মনমোহন সিংয়ের এই ফিরে আসার নেপথ্যে বাজার রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে রেকর্ড তৈরি করে সেদিন নিফটি এবং সেনসেক্স চলে যায় বিশাল এক উচ্চতায়। ভারতীয় বাজারে প্রথমবারের জন্য ডবল বাইং ফ্রিজ শব্দের উৎপত্তিও ঘটে একসঙ্গে। যে নিফটি আগের দিন ছিল ৩৬০০–র ঘরে তা চলে যায় ৪৭০০–র ঘরে।

অর্থনীতি

বলাইবাহুল্য এই প্রবল ইতিবাচক ভারতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ খবরের জেরে একইসঙ্গে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মন্দা বা রিশেসনের খরা থেকেও মুক্তি পায়। উল্লেখ্য এর আগে পতনের ক্রমাগত ধাক্কায় ভারতীয় নিফটি চলে গিয়েছিল ২২০০ এবং সেনসেক্স আট হাজারের কাছে পিঠে। সেদিক থেকেও বলা চলে ভারতীয় বাজার রাহুমুক্ত হয় ওই বিশেষ ট্রেডিং–এর দিনে। কোনও বিদেশি খবরের জেরে নয় নিখাদ ভারতীয় ঘটনাবলী এভাবে বাজারকে চাঙ্গা করেছে এই উদাহরণ হয়তো খুব বেশি মিলবে না।

ভারতীয় বাজারের ওই ঐতিহাসিক দিনটির কাছাকাছি যদি রাখা যেতে পারে তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত বছরের মে মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ–র নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করা। জোটবদ্ধভাবে ভোটে লড়াই করলেও মোদির ক্যারিশ্মায় বিজেপি একাই গরিষ্ঠতা পায় এই নির্বাচনে। ইউপিএ–২ সরকার গঠনের মতো একদিনে ব্যাপক বৃদ্ধি এখানে পরিলক্ষিত হয়নি। বরং মোদির নেতৃত্বে বিজেপি যে কেন্দ্রে ভালোভাবে ক্ষমতা দখল করতে চলেছে এই সমীক্ষার এবং সংবাদের পরিণামে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স বেশ কিছুদিন থেকেই এক বড় আকারে উত্থানের সোপান গড়ে তুলেছিল। যা ত্বরান্বিত হয় মোদি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। যেহেতু আগেই বাজার আন্দাজ করেছিল এরকম কিছু ঘটতে পারে তাই মার্কেট র‍্যালি শুরু হয়ে গিয়েছিল বিস্তর আগেই। তাও মোদি যখন প্রত্যাশাকে ছাড়িয়েও অসাধারণ এক ফল গড়ে নজির রচলেন তখন বলা যেতে পারে বাঁধ ভেঙে গেল। যার রেশ এখন অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। তবে মনমোহন সিং দ্বিতীয় ইউপিএ গঠনের সময় ভারতীয় বাজার যদি আর্থিক মন্দা থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে মোদির এই বর্ণময় আবির্ভাব নিঃসন্দেহে ভারতীয় বাজার নয়া বুল রানের সূচনা করে। যে তেজি ঘোড়া ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে মোদির একের পর এক সাহসী সংস্কারমুখী পদক্ষেপ এবং বিদেশ সফরের মধ্যে দিয়ে। পরে অবশ্য বেশ কিছু অভ্যন্তরীন ঝামেলা এবং কতগুলি রাজ্যে গো–হারান হেরে এই সরকার কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছে।

২০১৪ তে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজনের কিছু বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত ভারতীয় বাজারকে ইতিবাচক রসদ যোগাচ্ছে। জানুয়ারিতে সকলকে চমকে দিয়ে রঘুরাম যখন সুদের হার কমান পয়েন্ট ২৫ বেসিস তখন বাজার ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। সেইসময় ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স খুবই নিচের দিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইতিবাচক পদক্ষেপ বাজারকে টেনে তোলে অনেকটাই। মার্চেই দ্বিতীয়বারের জন্য সুদের হার ফের আরও একদফা পয়েন্ট ২৫ বেসিসে কমালে প্রথমে বাজার দারুণ সাড়া দিলেও তারপর থেকেই বাজারে একটা পতন দেখা যায়। এই আলোচনায় একটা অংশ অবশ্য না তুলে ধরলে লেখাটাই ঠিকমতো উত্থাপিত হবে না। তা হল বর্তমান সরকারের অরুণ জেটলির হয়ে যেমন ব্যাট ধরতে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাননীয় গভর্নরকে তা কিন্তু রঙ্গরাজন গভর্নর থাকার সময় একেবারেই পাননি গত ইউপিএ সরকারের অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম। জেটলি যে সংস্কারের পথ ধরেছিলেন সেই একই রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন চিদম্বরমও। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং তৎসংলগ্ন মূল্যবৃদ্ধির অজুহারে তখনকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর একেবারেই সাহসী হননি। তবে ক্রুড অয়েলের তৎকালীন বেড়ে থাকা অবশ্য এক্ষেত্রে চিদম্বরমের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করেছে। অথচ সেই পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমের দেখানো পথে হেঁটেই কিন্তু প্রগতির ফসল কুড়াচ্ছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

২০১৬ তে যেদিকে ভারতের শেয়ার বাজারের নজর থাকবে তার প্রধান আকর্ষণই হল কিভাবে গড়ে উঠবে এবারের আর্থিক বাজেট এবং রেল বাজেট। মোটের ওপর সংস্কারের পথ সরকার বজায় রাখছে নাকি ঘরোয়া রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় পিছু হটে জনমোহিনী বাজেট রচিত হচ্ছে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। যদি কেন্দ্র সংস্কারের পথে অবিচল থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে বিদেশি ক্রয় বাড়বে। আর রাজনৈতিক গিমিক দেখানো বাজেট হলে ফের পতনের কবলে পড়বে এদেশের অর্থবাজার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ জানুয়ারি – ৮ জানুয়ারি, ২০১৬

মেষ : মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এগিয়ে চলার পথ প্রশস্ত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন চোখের পীড়ায় ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

বৃষ : লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয় না।

মিথুন : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতার জন্য আপনি প্রশংসিত হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। শরীর ভাল যাবে না। স্নায়ু সংক্রান্ত রোগে এবং ঠান্ডাজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না।

কর্কট : সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে মানসিক চাপ আসবে। কর্মস্তলে উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবনে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে।

সিংহ : উচ্চশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে অগ্রসর হতে পারেন। সদ্ গুরু লাভ এবং তাতে আপনার মানসিক শান্তি আসবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে, দৈব–দুর্ঘটনার যোগ ও প্রতারণার যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা ও ভাগ্যোন্নতির যোগ।

কন্যা : মানসিক চিন্তা থাকলেও আপনি সামলিয়ে নিতে পারবেন। মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। গৃহে–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সব সমস্যার সমাধান হবে না। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটবে।

তুলা : মানসিক শক্তির জোরে আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে।

বৃশ্চিক : শরীর ভালো থাকবে না। বাত–বেদনায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পায়ে ছোট আঘাতের যোগ রয়েছে। শত্রুরা আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু : ভাগ্যোন্নতিতে যোগ লক্ষিত হয়। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে। বাধার মধ্য দিয়ে আপনি অর্থ উপার্জনে সমর্থ হবেন। সঞ্চয়ে বাধা। বন্ধুদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শরীর ভাল যাবে না। যকৃতের পীড়ায় এবং বাতের বেদনায় কষ্ট পাবেন।

মকর : মাথার যন্ত্রণায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়, সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। সঞ্চয়ে বাধা।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। শিক্ষায় ভাল ফল হবে না। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়। যোগাযোগমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে মোটামুটি ফল পাবেন। চলাফেরায় সাবধান থাকবে।

মীন : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মস্থলে যোগাযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। স্নেহ প্রীতির যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন। অর্শ ও আমাশয়ের যোগ রয়েছে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে।

Tender Notice

Sealed Tenders are invited from bonafide agencies/organizations/ undertakings/ cooperatives/ corporations and others for (1) Storing Contractor & (2) Carrying Contractor for Thakurpukur Maheshtala ICDS Project, South 24 Parganas. Tender Forms will be available from 5th January, 2016 to 13th January, 2016 on all working days between 12 NOON – 3 PM from the Office of the undersigned, Sealed Tenders to be dropped in the Tender Box to be kept at the Office of the S.D.O., Alipore Sadar, South 24 Pgs on 28th January, 2016 from 11 A.M. to 2 P.M., after superscribing the category. Tender Box will be opened on 28th January, 2016 at 3 P.M. For detail contact Child Development Project Officer, Thakurpukur Maheshtala ICDS Project, South 24 Parganas.

Sd/-
Child Development Project Officer
Thakurpukur Maheshtala ICDS Project
South 24 Parganas

১৫৪০(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগণা/৩০.১২.১৫

আগামী নির্বাচনে বামেদের সাফল্য দূর অস্ত

প্রথম পাতার পর

এর সঙ্গে পরিকাঠামোর উন্নয়ন আরও দূরে ঠেলে দিয়েছে বামেদের। হাসপাতাল–রাস্তাঘাট উন্নয়ন। স্কুল–কলেজ–আইটিআই স্থাপন, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের ব্যবস্থা, কন্যাশ্রী প্রকল্প, সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেলপ্রদান, শিক্ষাশ্রী, কৃষক মান্ডি, হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা বামেদেরকে এমনভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে যে প্রথমদিকে অবসাদে সময় কাটানো বামেদের এখন হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় নেই। বাম নেতারা অতি বোদ্ধা। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কৌশল বুঝতে তাদের অনেকটা সময় লেগে গিয়েছে। শহরের দরজা বামেদের কাছে ক্ষমতা থাকতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন মমতা গ্রাম–গঞ্জের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সাফল্য এখন দুরাশা।

পড়ে রইল সারদার কলঙ্ক আর শিলিগুড়ির সাফল্য। প্রথমটা তৃণমূলের দ্বিতীয়টা বামেদের। কিন্তু সারদাকেও মানুষের কাছে সঠিকভাবে নিয়ে যেতে ব্যর্থ বাম নেতারা। আর শিলিগুড়ি মডেল নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব। তাই এখন ব্রিগেড হবে, লাল পতাকা উড়বে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান উঠবে। পার্টি কংগ্রেস হবে, সর্বহারার পাশে দাঁড়ানো নিয়ে অনেক বাহারি কথা চলবে, আলোচনা হবে। তর্ক–বিতর্ক জমে উঠবে কিন্তু মানুষের সঙ্গ পাওয়া আর বামেদের হবে বলে মনে হয় না।

ক্ষমতায় থাকার সময় ৩৪টা বছর কেটে গেলেও কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন বামেদের তাত্ত্বিক নেতারা। এমন একটা ভাব এসে গিয়েছিল আগামী ১০০ বছরেও সিপিএম বা বামফ্রন্টের জমানার অবসান ঘটবে না। পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, এলসিএম, ডিসিএম, এমনকী ব্রাঞ্চ কমিটির মেম্বারদেরও জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যেত হামেশা। সর্বহারার কথা বলে যারা তাদের পার্টি অফিসে অধিকাংশ সময় বসতে দেখা যেত ইট, বালি, চুন, সুড়কির লেনদেনকারীদের। প্রকাশ্যে গরিবের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে একটা বিড়ি ধরালেও আড়ালে আবডালে হাতে উঠে আসত ৫৫৫। ক্ষমতার কক্ষ পথ থেকে ছিটকে গিয়ে হঠাৎ করেই ভোল পাল্টে বামেরা যে ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন দেখছেন তা অচিরেই আস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত হবে তা বলাইবাহুল্য। এটা বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের এক পাগলও বোঝে। সুতরাং প্লেনাম বা ব্রিগেডের ঘাম ঝরানোর থেকেও বামনেতাদের উচিত মমতার মতো দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো এবং আগামী ২০২১–এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে প্রকৃত সংগঠন গড়ে তোলা।

মডার্ন কোচিং

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সব বিষয়)

শ্রদ্ধেয় Ex সহ প্রধান শিক্ষক ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুল সহ ১২জন সেরা স্কুল শিক্ষক দ্বারা নিয়মিত মকটেষ্ট ও ১০০% কমনযোগ্য সাজেশান দিয়ে প্রজেক্ট, প্র্যাকটিক্যাল ও কম্পিউটার ক্লাস সহ (বিষয়ভত্তিক) স্পেশাল কোচিং।

ভর্তি চলছে | Ph. : 9733787175

ক্যানিং হসপিটালের বিপরীতে ATM গলিতে 'বর্ণালী ভবন'

শুভ নববর্ষ

২০১৬ বর্ষের শুভ সূচনা লগ্নে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীকে জানাই হার্দিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক
রাজ্য সভাপতি
রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা প্রেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

রহস্য শুভাশিসকে ঘিরে

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, সোনারপুর : গত ২১ ডিসেম্বর সল্টলেক ডিডি ব্লকে এক বাড়িতে পর্ণোগ্রাফি শ্যুটিং চলাকালীন বাড়ির মালিক ও পরিচালক শুভাশিষ ধর রায় সহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা। ২২ তারিখ মঙ্গলবার কোর্টে তোলা হলে চারজনকে ৪ দিনের পুলিশি হেফাজত ও বাকিদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় বিধাননগর আদালতের বিচারক। বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা প্রধান কঙ্কর প্রসাদ পারুই জানান সল্টলেকে শ্যুটিংকরে সেই ছবি দিল্লির একটা সংস্থার কাছে পাঠানোর কথা ছিলো। সেই সংস্থা বিক্রি করে একটি আন্তর্জাতিক প্রাইভেট সংস্থাকে। এইভাবে চলতো ব্যবসা। এদের মধ্যে মূল পান্ডা চারজন এখন পুলিশের হেফাজতে।

শুভাশিসের বাড়ি সোনারপুরের ঘাসিয়ারায়। কিন্তু থাকে শাশুড়ি উর্মিলা হালদারের বাড়ি সোনারপুরে বাঁশতলায় যোগী পাড়ায়। খবর পেয়ে আমরা পৌঁছে যাই শুভাশিসের স্ত্রী রূপালী হালদারের কাছে। স্বামীর কার্যকলাপ শুনে আকাশ থেকে পড়লেন তিনি। ঘটনা জেনে পাশের বাড়ি থেকে কাগজ নিয়ে এসে পড়লেন। বাড়িতে টিভি নেই। টানাটানির সংসার। একটি পাঁচ বছরের ছেলে আছে শুভাশিস–রূপালীর। সম্প্রতি তিনি একটি বাচ্ছা দেখার কাজ ধরেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ১০–১২ বছর বিয়ে হয়েছে। একটি ডান্সের স্কুলে প্রশিক্ষক ছিলো শুভাশিস। রূপালি সেখানে ডান্স শিখতো। সেই আলাপ পরিচয়ের পর বিয়ে। রূপালী বলেন, এই ফিল্ম করার কাজে শুভাশিসকে নামায় ওর বন্ধু শুভাশিস সেনগুপ্ত ও লালু। এদের পাল্লায় পড়ে ৫০ হাজার টাকা ধালে। দেনা শোধ করার জন্য। শিলিগুড়ির হোটেলে কাজ নিয়েছি বলে বাড়ি থেকে চলে যায় শুভাশিস। প্রায় এক বছর ধরে কোনও যোগাযোগ ছিল না। ফোন বন্ধ থাকত। গত বছর দুর্গাপুজোয় বাড়িতে আসে আবার জগদ্ধাত্রী পুজোয় বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। রুপালীর প্রশ্ন আমার স্বামীকে গ্রেফতার করেছে অথচ আমাকে একবারও জানালো না কেন পুলিশ?

দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ ডিসেম্বর চন্দননগর ইটখোলা কেবিসি রোডের ধারে নন্দিনী ভিলা নামে একটি বাড়ির গেটে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ধাক্কা মারে একটি বাইক। বাইক চালক ভদ্রেশ্বর তেলেনীপাড়ার বাসিন্দা ২২ বছরের অর্ক সাহা এখনও চন্দননগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপর বাইক আরোহীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

এক কাউন্সিলরের প্রচ্ছন্ন মদতে প্রমোটার চক্রের খাল ভরাট, জমি লুঠ রুখে দিল চার কাউন্সিলার

বিবেকানন্দ মিত্র, সোনারপুর: প্রায় হাফ কিলোমিটারের একটি খাল, অর্ধশত বছর ধরে সরকারি নথিতেও যার অস্তিত্ব রয়েছে। সরকারি তরফে তার সত্যতা স্বীকার হয়েছে। বোড়াল রক্ষিতের মোড় থেকে কালিবাজারের মধ্য অংশে মোহন ইঁট ভাটার গায়ে এই খালটির অবস্থান। এই খালটি আশেপাশের কয়েকটি ওয়ার্ডের বর্ডার এরিয়া। ৩০, ৩১, ৩২ ও ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের দাবি নিকাশি ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খালটির গভীরতা প্রায় ২০ ফুট, বর্তমানে বেশ কিছু দিন যাবৎ প্রমোটার

চক্রের লোকজন এক কাউন্সিলারের প্রচ্ছন্ন মদতে বুলডোজার দিয়ে গাছপালা ধ্বংস করে মাটি কেটে খালটি ভরাটের চেষ্টা চালাচ্ছে।

এই অঞ্চলটির অধিকাংশই উদ্বাস্তু মানুষের বসবাস। তারা জানালেন, শুধু খাল ভরাটই নয়, ভাটা সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর খাস জমি ও আর আর ডিপার্টমেন্টের জমি আছে। সবই গ্রাস করার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রমোটারের স্থানীয় মানুষের পাশে দাঁনিয়েছেন কাউন্সিলার সঞ্জিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, দীপা ঘোষ, অনন্ত রায় ও নীতু দাস। তারা লিখিতভাবে ঘটনার বিবরণ জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান মৌজার পুরথানা ও বিধায়িকাকে। খবর পৌঁচেছে আলিপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে।

তিনি অতি সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার ও বিএলআরও বারুইপুরকে। সব মিলিয়ে একটা কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষ মনে করছে এভাবে বেআইনি কাজ চলতে থাকলে মস্তান রাজ কায়েম হবে। সোনারপুর থানার পুলিশ একটু নড়ে চড়ে বসে ধরপাকর শুরু করেছে। স্থানীয় বিধায়িকা ফিরদোশী বেগম বে–আইনি কজে রুখতে সর্বতভাবে প্রশাসনিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। বিধানসভা ভোট সামনে। দলনেত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ যাবতীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দূরে সরাতে হবে। তার পরেও এই বিবাদ অস্বস্তিতে ফেলেছে শাসক দলকে।

উন্মোচিত হল অভরু হেলথের ‘ইস্পাত’

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভরু হেলথ অ্যান্ড রিসার্চ প্রাইভেট লিমিটেড এর সহযোগিতায় সোনারপুরে পূর্ব ভারতের সর্ব প্রথম নিউরো রিহাবিলিটেশন সেন্টারের উদ্বোধন হল গত ১৫ ডিসেম্বর ইস্পাত কো–অপেরাটিভ হাসপাতাল। অভরু এবং ইস্পাত, এই দুই প্রতিষ্ঠানই সমাজের উন্নতিকল্পে একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এবং এই উন্নয়নশীল ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ হল নিউরো রেহাবিলিটেশন সেন্টারটির প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে।

ইস্পাত একটি সেকেন্ডারি কেয়ার লেভেল মাল্টি–স্পেশালিটি হাসপাতাল যারা গ্রাম কিংবা স্বল্প উন্নত মফঃস্বল অঞ্চলের মানুষদের সুবিধার্থে কম খরচে সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। ইস্পাতের সভাপতি শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী বলেন, এই হাসপাতালটি সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে প্রতিষ্ঠিত এবং হাসপাতালটি অর্থ–সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের কার্য পরিচালনা করে চলেছে। এই প্রচেষ্টার একটি অঙ্গ হিসাবে উনি তুলে ধরেছেন ইস্পাত একটি পদক্ষেপ—‘‘হেলথ মেম্বারশিপ কার্ড’’, যেটির দ্বারা জন সাধারণ মার্জিত মূল্যে উন্নত মানের চিকিৎসা লাভ করতে সক্ষম হবেন। অভরুর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রসূন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘অভরুর লক্ষ্য হল একটি সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি করা এবং একই ছাদের নীচে সেই সমস্ত সুযোগ, সুবিধা ও পরিষেবার সহাবস্থান, যা একটি রোগীর রিহাবিলিটেশনকে ত্বরান্বিত করবে।

এই মর্মেই অভরু ইস্পাতের সাথে সম্মিলিতভাবে এই প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছে। জনগণের মধ্যে নিউরো রিহাবিলিটেশন সম্পর্কে সচেতনটা বৃদ্ধির দায়িত্ব নিয়েছে অভরু এবং যে সমস্ত কর্মী এই রিহাবিলিটেশন সেন্টারের কাজে নিযুক্ত থাকবেন তাদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজটিও অভরু করবে, যাতে সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা থেকে কখনও বঞ্চিত না হতে হয়। তিনি এও মনে করেন যে, রিহাবিলিটেশন— এই বিষয়টির যদি উন্নতি সাধন করা যায়, তবে দেশের কৃতী ছাত্র সমাজ এই বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হবে। এবং ভবিষ্যতে রিহাবিলিটেশনকে তারা তাদের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করলে সমাজেরই সার্বিক উন্নতি ঘটবে।

এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডঃ সৌমেন্দ্র নারায়ণ কর (পিটি) প্রতিবন্ধী মানুষদের যন্ত্রণা অনুভব করে রিহাবিলিটেশন সেন্টারটি গড়ে তোলায় প্রচেষ্ট হন। তিনি বলেন, ‘ইস্পাতের নিউরো রিহাবিলিটেশন বিভাগ এ যে সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা উপলব্ধ হবে, সেগুলি হল নিউরো ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ–ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড সওয়ালো থেরাপি, ক্লিনিকাল সাইকোলজি, ভোকেশনাল থেরাপি, স্পেশাল এডুকেশন, অর্থটিকস অ্যান্ড অ্যাসিসটিভ টেকনোলজি’ রিহাবিলিটেশন দুই ভাবে উপলব্ধ হবে ইন্সটিটিউশন বেসড রিহাবিলিটেশন এবং কমিউনিটি বেসড রিহাবিলিটেশন এবং বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা পাবে। অভরু সম্পর্কে এই বিশিষ্ট চিকিৎসকের মন্তব্য, ‘‘এইমস নিউ দিল্লি এর পর অভরু এ দ্বিতীয় কোনও প্রতিষ্ঠান যারা মাত্র ৩ মাসের মধ্যে থার্ড জেনারেশন রোবোটিকস প্রতিস্থাপন করতে চলেছে।’’

মথুরাপুরে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর : গত সাড়ে চার বছরে এ রাজ্যে খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। যার সারা পৃথিবীতে হয়নি। আগামী দিনে বিশ্ব বাংলা সারা বিশ্বের কাছে মডেল হবে। সোমবার মথুরাপুর সার্কাস ময়দানে এক সরকারি অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আমলে পরিবর্তনের সরকারের সাফল্য তুলে ধরে মমতা এদিন বলেন, ‘সুন্দরবন, জঙ্গলমহল–সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সরকারিভাবে ২ টাকা কিলো দরে চাল দেওয়া হয়। আগামী জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্যের আরও ৭ কোটি মানুষকে ২ টাকা কিলো দরে চাল, গম দেওয়া হবে। বাজারের অর্ধেক মূল্যে চাল পাবেন রাজ্যের এপিএল ভুক্তরাও। গত সাড়ে চার বছরে রাজ্যের নতুন ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। পূর্ব ভারতের মধ্যে ডায়মন্ডহারবারের প্রথম রাজ্যের মহিলা বিশ্ব বিদ্যালয় হয়েছে। সবুজ সাথী প্রকল্পে আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে রাজ্যের নবম থেকে দশম শ্রেণি পড়ুয়া ৪০ লক্ষ ছেলে–মেয়ে সাইকেল পাবে। ১৯ লক্ষ ছেলে শিক্ষাশ্রী পাবে। এছাড়া কন্যাশ্রী প্রকল্পে লক্ষ্য বাড়ানো হয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পে ১৮ বছর বয়সীদের ২৫ হাজার টাকা দেওয়ার পাশাপাশি বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি পাবে মেয়েরা। স্বাস্থ্যেও প্রভূত উন্নতি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া যাবে। তৈরি হয়েছে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান ও ডায়গনস্টিক সেন্টার। তৈরি হচ্ছে মাল্টি সুপার হাসপাতাল। বেড়েছে মেডিক্যাল কলেজ। রাজ্যের সব হাসপাতালে সিট বেড়েছে ২৫ হাজার। গত সাড়ে চার বছরে রাজ্যের ৯ কোটি ২২ লক্ষ লোকের মধ্যে সরকারিভাবে সরাসরি সাড়ে ৮ কোটি লোকের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে পৌঁছে গিয়েছি। আমার মনে হয় সারা পৃথিবীতে এ নজির নেই।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী এই মঞ্চ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সবুজ সাথী প্রকল্পের সূচনা করেন। এদিন ৫ হাজার পড়ুয়ার হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হবে। ১ লক্ষ ৯২ হাজার পড়ুয়াকে ধাপে ধাপে এই সাইকেল জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে তুলে দেওয়া হবে। এদিন হেলিকপ্টারে কলকাতা থেকে সরাসরি মথুরাপুর সার্কাস ময়দানে আসেন বেলা পৌনে একটা নাগাদ। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুগত বসু, চৌধুরী মোহন জাতুয়া, প্রতিমা মণ্ডল, কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও জেলার বিধায়করা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব সঞ্জয় মিত্র ও জেলাশাসক পি বি সেলিম। এদিন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বক্তব্যে আগাগোড়া রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যের শুরুতে মমতা বলেন, ‘এটি সরকারি অনুষ্ঠান। তাই আজ রাজনীতির কোনও কথা বলব না।’ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি জেলার উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে মমতা এদিন বলেন, ‘এই জেলার ক্যানিং থেকে নামখানা পর্যন্ত একাধিকবার ছুটে এসেছি। আজকে ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা হল। এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে জেলার ১ লক্ষ ৯৭ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। এদিন জেলার উদ্বোধন ৯৮টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ১৫২ টি ব্লকের সূচনা হল আজ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নামখানায় হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণ। এই সেতু নির্মাণে খরচ হবে ৩০০ কোটি টাকা। সেতুর কাজ শেষ হলে পর্যটন কেন্দ্র বকখালিতে সরাসরি চলে যাবেন পর্যটকরা। জেলার ২৪ হাজার জনকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। সারা রাজ্যের মধ্যে এই জেলা পাট্টা বিলিতে প্রথম। মন্দিরবাজার, মগরাহাট–২, ফলতা, ক্যানিং ও কুলপি ব্লকে আইটিআই উদ্বোধন হল আজ।’ এদিনের সভা থেকে জেলার বিভিন্ন রুট থেকে ১৭টি দূরপাল্লার বাস সার্ভিসের সূচনা হল। এই রুটগুলোর মধ্যে আছে নামখানা–পুরুলিয়া, কৈখালি–হাওড়া, নামখানা–দিঘা, নামখানা–মেদিনীপুর, নামখানা–বর্ধমান। আগামী গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে এদিন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও পঞ্চায়েত স্তরের সমস্ত প্রতিনিধিদের তীর্থযাত্রীদের পাশেও থাকার আহ্বান জানিয়ে মমতা বলেন, ‘আগের সরকারের আমলে তীর্থযাত্রীদের থেকে কর নেওয়া হত। আমাদের সরকার সেই কর তুলে দিয়েছে। সারা রাজ্যের সঙ্গে গঙ্গাসাগরও এখন বদলে গিয়েছে। সাগরেও উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। তৈরি হয়েছে নতুন নতুন রাস্তা ও লাগানো হয়েছে আলো। সাগরে যাওয়ার পথও এখন অনেক সুগম হয়েছে। মেলার সময় রাজ্যের ২ মন্ত্রী সাগরে উপস্থিত থাকেন। আমি মন্ত্রীদের মেলায় বেশি ভিড় না করে রাস্তায় থাকার জন্য অনুরোধ করব। কারণ তীর্থযাত্রীদের ভাল–মন্দ দেখতে হবে আগে। সাগরে পর্যটন ঢেলে সাজানো হচ্ছে।’ সোমবার রাতে মমতা উত্তরবঙ্গে রওনা হবেন। মঙ্গলবার মমতা উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে সবুজ সাথী প্রকল্পের সূচনা করবেন। এই দুই জেলা দিয়ে শেষ হবে রাজ্যের সবুজ সাথী প্রকল্পের উদ্বোধন।

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে তীর্থযাত্রীদের আবাস তৈরির কাজ চলছে। ছবি : মধুশ্রী আচার্য

ব্লক তকমা ঘুঁচিয়ে উদ্বোধন হল হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলপি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপির ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবর্তন হয়ে হল কুলপি গ্রামীণ হাসপাতাল। গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মথুরাপুর সার্কাস মাঠে এসে তাঁর সমস্ত প্রকল্পের উদ্বোধনের মধ্যে কুলপি হাসপাতালকে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করে দেন। পরে বুধবার থেকে হাসপাতালে রোগীদের আনা হয়। ৩০ শয্যার এই নতুন হাসপাতাল। গ্রামীণ হাসপাতাল তৈরি হতে ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। যদিও এখনও কিছু কাজ বাকি আছে বুধবার এদিন হাসপাতালে কুলপি বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি নুর আকছান বিবি,

সহ সভাপতি প্রদ্যুৎ কুমার মণ্ডল, বিএমওএইচ ডাক্তার দুলাল চন্দ্র সরদার ও কুলপি থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি পার্থসারথি ঘোষ ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ। কুলপি গ্রামীণ হাসপাতাল ৩০ শয্যার হওয়ায় এলাকার মানুষ খুব খুশি। এদিন বিএমওএইচ দুলালবাবু বলেন যে আগের থেকে রোগীরা অনেকটাই সুবিধা পাবে। এদিন কুলপির ওসি পার্থসারথি ঘোষ বলেন, সবাই যেন নিয়মশৃঙ্খলা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন সর্বদা, পুলিশের পক্ষ থেকে সবসময় সিভিক ভলেনটিয়ার্স মোতায়েন থাকবে হাসপাতাল চত্বরে। এদিন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার বলেন, এটা আমাদের কুলপিবাসীর গর্ব। আমরা এর যথেষ্ট মর্যাদা রাখব। আগামী দিনে কুলপিতে আরও উন্নয়ন চলবে। কিছুদিনের মধ্যে জগদীশপুর হাসপাতালের কাজ শুরু হবে। এদিন কয়েকজন আশা কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয় তাদের কাজের নিরিখে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কুলপি সমাজ কল্যাণ আধিকারিক নির্ঝর মণ্ডল।

গ্রাম সড়কের সূচনা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধর্মতলা কালী মন্দির থেকে কচুয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত ২ কিমি পিচ রাস্তার নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস ও খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার প্রমুখ ব্যক্তিরা। শ্যামলবাবু জানান সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই পিচের রাস্তার নির্মাণের কাজ আজ শুরু হল। এক মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে।

মহানগরে

শহর জুড়ে সৌন্দর্যায়ন হচ্ছে, ফুটপাতবাসীদের ভরসা খোলা আকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার সব সমালোচকেরা না হলেও অধিকাংশ কলকাতা নিন্দুকদের বক্তব্য গত সাড়ে চার বছরে কলকাতা মহানগরী তিলোত্তমা রূপ নিয়েছে। কিন্তু এত নতুনত্বের মধ্যেও কলকাতার ফুটপাতবাসীদের রাতের জীবনের কোনও পরিবর্তন নেই। শহরের এই ১৩–১৪ ডিগ্রি কনকনে শীতেও এই শহরবাসীদের ফুটপাতেই খোলা আকাশের নীচেই রাত কাটাতে হচ্ছে। যদিও দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত ‘বিশেষ কমিটি’ রিপোর্ট দিয়ে জানায়, শহরগুলিতে ‘নাইট শেল্টারে’র যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালত দেশের ২৯টি অঙ্গ রাজ্যের রাজ্য সরকার আর তাদের মাধ্যমে সে রাজ্যের পুর প্রশাসনকে এক লক্ষ জনসংখ্যা পিছু একটি করে ‘রাত্রি আবাস’ (নাইট শেল্টার) গড়ার নির্দেশ দেয়, যেখানে এক সঙ্গে ১০০জন রাত্রি নিবাস করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, কলকাতার প্রকৃত জনসংখ্যা ৪৫,৬৭,৫৩৫ জন (জনগণনা ২০১১–এর হিসাবে)।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘শহরের আশ্রয়হীন ফুটপাতবাসীদের যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই তাঁদের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গেই আমাদের দেখতে হবে’। মহানাগরিকের বক্তব্য, ফুটপাতবাসীদের জন্য শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডে ‘নাইট শেল্টার’ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি জানান, ভবানীপুরের ‘নর্দান পার্কে’ ১৪০০ বর্গফুটের একটি ‘রাত্রি নিবাস’ তৈরি হয়েছে। যেখানে প্রায় ১০০ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও কলকাতা পুরসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুলিন খটিক রোড, কালীঘাট এবং বেলেঘাটার ক্যানেল ওয়েস্ট রোডে পুর উদ্যাগে ‘রাত্রি আবাস’ নির্মাণ হয়েছে। প্রসঙ্গত গ্যালিফ স্ট্রিট ও চেতলার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে আগে থেকেই নাইট শেল্টার রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫৫০ জন লোকের সেখানে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এদিকে, কলকাতা পুলিশের বড়ো কর্তারা জানাচ্ছেন, কলকাতা শহরে এ মুহূর্তে ফুটপাতবাসী মানুষের সংখ্যা কমবেশি ৭০,০০০ জন। তার মধ্যে ফুটপাতে রাত্রি নিবাস করে ২৫–৩০ হাজার জন। আর বাকি কমবেশি ৪০ হাজার শহরের বিভিন্ন বাজার, বিভিন্ন স্টেশন চত্বর, ফুটওভারব্রিজ এবং ফ্লাইওভারের তলায় রাত্রি নিবাস করেন।

শীতঘুমে পরিবেশবাবুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুজোর সময় বড়ই খাটা–খাটনি গিয়েছে। বিসর্জনের সময় রাত জেগে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে ফুল বেলপাতা যেন গঙ্গায় না পড়ে। এত বিপুল পরিমাণ প্রতিমার কাঠামোকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চ্যাংদোলা করে ভ্যাটে ফেলতে হয়েছে। যেভাবেই হোক গঙ্গা দুষণ আটকাতেই হবে। এমনকি দেখতে হবে পুজো কমিটির কর্তারা কতটা পরিবেশ সচেতন। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে প্রতিমার গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে বিসর্জন সম্পন্ন করার কথাও হয়ত ভাবতে হচ্ছে পরিবেশবিদদের। আর এই ভাবতে ভাবতেই তারা এখন শীতঘুমে।

কলকাতা ময়দানে যে রাজনৈতিক জনসভা হচ্ছে, আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যে রান্না হচ্ছে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে থালা–গ্লাস উচ্ছিষ্ট তা আর দেখা হল না

পরিবেশবাবুদের। প্রতিদিন যে গঙ্গায় আবর্জনা এসে পড়ছে তা দেখবে কে? পুরসভার বহু ড্রেনের মুখ যে এখনও গঙ্গায় উন্মুক্ত তা দেখার লোক কোথায়? পরিবেশবাবুরা যদি জেগেও থাকতেন সম্ভবত তাও তাদের চুপ করে থাকতে হত। নইলে রাজনৈতিক চোখ রাঙানির ভয় আছে। অতএব সুযোগ বুঝে গর্তে ঢুকে থাকাই শ্রেয়। অথচ এই পরিবেশবান্ধবদের ঠেলায় পড়েই কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার বইমেলা এখন শহরের এক প্রান্ত মিলনমেলায়। এমন অনেক কাজ এই পরিবেশবিদরা ঘটিয়েছেন যাতে অনেক রথীমহারথীও চুপ হয়ে গিয়েছেন। অপেক্ষায় তাই এই কুম্ভকর্ণদের ঘুম ভাঙার।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২ জানুয়ারি – ৮ জানুয়ারি, ২০১৬

প্রত্যাশার নববর্ষ

নতুন সালের প্রত্যাশা সবসময়ই একটু বেশি হয় বিশেষ করে যদি বিদায়ী বছরে থেকে যায় অনেক না পাওয়ার কথা। এ বছর বাংলার ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নানা রসায়ন আর তার নিত্যনতুন সমীকরণ। বিগত কয়েকটি বছর বাংলার রাজনীতিতে নানা বর্ণময় চরিত্রের বর্ণময় আর ঘটনাবহুল সমাহার দেখা গিয়েছে। এই ষোলো সালেই আছে পরিবর্তনের বাংলার আর এক পরীক্ষার বছর।

বাংলার মানুষ যদি সঠিকভাবে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ পায় ভোটকর্মীরা যদি সঠিক ও নিরপক্ষেভাবে ভোট পরিচালনার সুযোগ পান তাহলে রাজ্যের ভোট যুদ্ধ ও গণতন্ত্রের অ্যাসিড টেস্ট এর ফলাফল রাজ্যবাসী দেখতে পাবে। পরিবর্তনের রায়ে অনেক কাজ যেমন হয়েছে তেমন অকাজ এর হিসাবও কম নয়। তবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি কিংবা ঘুষ–সেবা যা পরিশীলিত ভাষায় 'সিন্ডিকেট' সংস্কৃতি এ রাজ্যের নতুন পরম্পরা সংস্কৃতি যা পরিবর্তনের আগেই যাত্রা শুরু করেছিল। পাইয়ে দেওয়ার স্বজন পোষণ সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হতে পারেনি এ রাজ্য। তবে অনেকেই যাতে কাজ পায় সে যেমনই হোক তার মানসিকতা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনায় স্পষ্ট। একা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সমস্ত কিছুর আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এটা বাস্তববাদী মানুষেরা বোঝেন। আগামী দিনে গণমাধ্যমের নানা স্তরের পন্ডিত বর্গ এ রাজ্যের মূল্যায়ন করবেন তবে এখনো পর্যন্ত মমতা সরকারের বিকল্প সঠিকভাবে কেউই দাবি করতে পারেন না। অনেক পদক্ষেপ রাজ্য সরকার যেমন নিয়েছে তেমনি দিল্লির মোদি সরকার নিয়েছে। এমন কি বাম শিবিরে বড়দা বলে কথিত সিপিএম–এর প্লেনামেও পরিবর্তনের নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

দেশের মানুষের চাহিদা বা দাবি খুবই অল্প। শান্তিতে একটু খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে চায়। এই চাওয়ার বৃত্তেই রাজনীতি অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে। স্থায়ী সরকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি মুক্ত প্রশাসন আর নিরাপত্তা উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। এই শর্ত যে যতটা সঠিকভাবে পূরণ করতে পারবে তাদের ওপরই দেশবাসী তাদের মূল্যবান গণতন্ত্রের হাতিয়ার তুলে দেয়।

নতুন বছর এবারও এক প্রত্যাশার বছর। নতুন বছরের প্রথম দিনটি এবার শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসবের পাশাপাশি মা সারদা দেবীর জন্মতিথিও। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যবাসীর নানা কল্যাণভাবনা ও প্রার্থনার সূচনা পর্ব।

আলিপুর বার্তা পরিবারের তরফ থেকে নতুন বছর সবার মঙ্গল হোক এই প্রার্থনা। হিংসামুক্ত সমাজ পাশাপাশি কলুষিত ভাবনার রুচি গণমাধ্যম থেকে রাজনীতিক, সমাজ থেকে সংস্কৃতি সর্বত্র যে ভাবে ক্রমশ গ্রাস করছে তা হ্রাস পাচ্ছে শুভবুদ্ধি আর চৈতন্য বাংলায় জাগ্রত হোক যা আগামীতে সারা ভারতের পাথেয় হবে। এটাই আমাদের আগামীর দর্শন, ভাবনা ও প্রার্থনা।

অমৃত কথা

কোনও সময় পরমহংসদেব, পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণিকে জিজ্ঞেস করেন, 'কি গো! তুমি লোকদের কি শিক্ষা দিচ্ছ?' পণ্ডিত মশাই বললেন, 'আমাদের শাস্ত্রাদিতে যেমন পুজো, ধ্যান, তপস্যার কথা আছে তাই বলছি।' পরমহংসদেব বললেন, 'এখনকার সব ইংলিশ ম্যান তারা কি অতশত নিতে পারবে? এখন নেজামুড়ো বাদ দিয়ে চুম্বক চুম্বক কথা বলতে হবে, তবে লোকে নেবে। এক হরি ভক্তির কথাই এখন বলা ভালো।'

যিনি আচার্য তাঁর কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা দরকার, তা না হল তাঁর উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করে না। শুধু মনে ত্যাগ করলে হবে না, বাহিরে ত্যাগই–ত্যাগ। তাই দেখে লোকে তাঁর কথা শুনবে ও তাদের শিক্ষা হবে।

কথায়বলে মায়ের টান বাপের চাইতে বেশি, মায়ের ওপর জোর চলে, বাপের ওপর চলে না। ত্রৈলোক্যের (রাণী রাসমণির দৌহিত্র) মায়ের জমিদারী হতে গাড়ি গাড়ি টাকা আসছিল, সঙ্গে কত লাল পাগড়ি বাঁধা লাঠি হাতে দারোয়ান। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে জোর করে সব টাকা কেড়ে নিল। মায়ের টাকার ওপর খুব জোর চলে, চলে নাকি? ছেলের নামে তেমন নালিশ চলে না। তাই ভক্ত ভগবানকে মাতৃভাবে ধারণা করেন–পিতৃভাবে নয়।

আপনার মা, জোর কর। যার যাতে সত্তা থাকে তার তাতে টানও থাকে। মার সত্তা আমার ভেতর আছে বলে তাই তো মার দিকে অতো টান হয়। যে ঠিক শৈব সে শিবের সত্তা পায়, কিছু কণা তার ভেতর এসে পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব তার ভেতর নারায়ণের সত্তা আসে।

ছেলে ঘুড়ি কেনবার জন্যে মার আঁচল ধরে পয়সা চায়, মা তখন অন্য ছেলেকে নিয়ে গল্প করছিলেন। প্রথমে মা কোনো মতে দিতে চায় না, বলেন, 'না, তিনি বারণ করে গিয়েছেন, তিনি এলে বলে দেব।' কিন্তু ছেলে যখন কোনো মতে ছাড়ল না, কাঁদতে আরম্ভ করলে, তখন মা আর সব ছেলেদের ছেড়ে, তাকে একটা পয়সা বের করে দিলেন।

ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করবার দরকার কি? প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হল। তাঁরঅবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হল।

ফেসবুক বার্তা

নতুন বছরের আনন্দ চেটেপুটে নিতে শহর থেকে শহরতলি, শপিংমল থেকে বাজার–হাট সবেতেই উপচে পড়ছে ভিড়। ফেসবুকের নজরবন্দি এমনই এক আনন্দমুহূর্ত।

বিকল্প দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ–শ্রীমা–বিবেকানন্দ ত্রিবেণীর মিলন তীর্থ বালক–বৃদ্ধের মুখে মায় সবার মানস গোচরে অমলিন। ঠাকুর ঘরের সিংহাসন থেকে জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনধারায় এই তিন সত্যদ্রষ্টা এনেছেন পরিবর্তনের ধারা। দুর্গা–কালী–লক্ষ্মী ঠাকুরের আসনে তাদের পুজো করা হয়। ফুল বেলপাতা নৈবেদ্য ধূপ ধুনোর গন্ধ। খন্ডন ভব বন্ধন প্রার্থনা সঙ্গীতে ঠাকুর–মা–স্বামীজি বন্দি হয়ে আছেন। আমাদের অতি ভক্তি পরের বাক্যটা উহ্য রেখে বলতে হয় তাদের ব্যবহার করি স্বার্থসিদ্ধির অবয়বে। পাড়ার পেঁচো মস্তান থেকে চিটফান্ডের মালিক অথবা ভেজাল খাদ্য ব্যবসায়ী সবাই এই দিন সত্যদ্রষ্টার নামকে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তির ব্র্যান্ড ইমেজের কাজে ব্যবহার করে। মঠ মিশনের সন্ন্যাসীরা পাড়ার বড় মস্তানের পুজোর উদ্বোধন করলে জাতে ওঠে। মঠ মিশনে দীক্ষা নেওয়াটা সামাজিক স্ট্যাটাস সিম্বলে পরিণত হয়েছে। অবাক লাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি অন্ধ সানুগ্রহ চেয়েছিলেন। দলে দলে ভক্ত দল আসবে প্রণামী বাক্সে পয়সা দেবে, মাথা ঠুকে প্রণাম করবে। অথচ ঠাকুরের কাছে কামিনী–কাঞ্চন ত্যাজ্য ছিল। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীকে একপ্রকার তাড়িয়েই দিয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ভেল্কিবাজি হঠযোগ বিশ্বাস করতেন না। নিজের হৃদয়ের ভালোবাসার অনুভূতি দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মধ্যে মাতৃভাব দর্শনই তাঁর সম্বল। যখনই বিশ্ব সংসারের মধ্যে মা বা ব্রহ্মের অবস্থান অনুভব করলেন তখনই বন্ধ করে দিয়েছিলেন মন্দিরে মধ্যে আবদ্ধ রেখে মাতৃপুজো। সমাধি ভাবকল্প বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থান নিয়ে কম সমালোচনা হয় নি। কিন্তু তিনি তাঁর যুক্তিবিদ অবস্থানে অবিচল। তার জন্যই ব্রহ্ম জগত এই দুই সত্যের অবস্থানকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিকল্প আধ্যাত্মিক ভাবনা উনিশ শতকের সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। পরবর্তী কালের ভাবনায় প্রতিবাদী আন্দোলন। যে প্রতিবাদী আন্দোলন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধারায় ক্ষয়িষ্ণুতার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব শুরু করেছিল। ডাক দিয়েছিলেন সংঘ জীবন ও ধর্মীয় পথের শরণে চলার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনুরূপভাবে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সমকালের ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতা ব্রাহ্ম–খ্রিস্টান ধর্মান্তরকরণ রুখতে সব ধর্ম সমন্বয়ের পথে হিন্দু সমাজ সংস্কৃতির পূর্ণ জাগরণ। তিনি বুঝেছিলেন কালের স্থবিরতায় বন্দি পৌত্তলিক আচার আচরণ থেকে সাধারণের জীবনধারাকে যুক্ত করা সম্ভবপর নয়। 'মন্দের ভালো' ধূপ ফুলের ভক্তি থেকে মানুষ যখন বুঝতে পারবে রাজহাঁসের মতন দুধ খেয়ে জলটা ফেলে দেওয়া সম্ভবপর হবে না তখন যুক্তির আশ্রয়ে প্রকৃত ধর্মের পথে উন্নীত হবে। স্বামী বিবেকানন্দর ভাষায় এই ধর্ম দুর্বলের ধর্ম নয়, সবলের ধর্ম। যে ধর্ম প্রতিবাদ করতে শেখাবে অন্যায় অবিচারের। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সেজন্য চায় নি 'নরেন' নিজের যুক্তি ভাবনায় ব্যস্ত থাকুক। জগতের মুক্তির জন্য তাঁর হৃদয় সিংহাসনে আসীন স্নেহের 'নরেনকে' নিয়ে ভাবনা অযুত কোটি জনগণের সেবায় আত্মত্যাগ মার্কসবাদী

লেখক পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার সাবলটার্ন স্টাডিস গ্রন্থ ষষ্ঠ খন্ডে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তাভাবনা জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে মার্কসীয় আদর্শের চেয়ে জাতীয়তাবাদের মতাদর্শই আমার আমার প্রেরণা। তথাপি অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সাথে সহমত, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্গদেশে গৃহস্থের আটপৌরে জীবন ধারাকে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি ভাবমুখে গল্পের মধ্য দিয়ে সাধারণ সাংসারিক মানুষের ধর্মপথে চলার সন্ধান দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক মার্গ দর্শন সাধু সন্তদের একছত্র অধিকার যে নয়, সাধারণ মানুষ নিজেদের ন্যায় সততা এবং মনের তন্নিষ্টতার দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন বা অনুভূতি লাভ করতে পারে তা তাঁর গৃহীভক্তদের বুঝিয়েছিলেন। তার জন্য দরকার সংসার জীবনে প্যাকাল মাছের মতন থাকা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর গৃহীভক্তরা রামদত্তের নেতৃত্বে আর সর্বহারার সন্ন্যাস যুব শিষ্যরা বিবেকানন্দের নেতৃত্বে ভাব আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। গৃহীভক্ত শিষ্যরা ভক্তিবাদী আর সন্ন্যাসীরা যুক্তি বুদ্ধি সাহসকে সম্বল করে এগিয়েছেন সংঘ জীবন প্রতিষ্ঠার ভাবনায়। পথ–ক্ষুধা–যন্ত্রণা–অপমান। সেই সময় কলকাতাবাসীর কাছে তারা ছিল ভবঘুরে পাগল। তীব্র শীতের কামড়ে কে দেবে বিছানার আরাম। তীব্র গরমে এসি লাগানো ঘরে বিশ্রাম। পায়ে হেঁটে চলার পরিবর্তে বিলাসবহুল এসি গাড়িতে ধর্মের বিপ্লব। খবরদার নয়। যাতে করে সন্ন্যাসী সন্তান সম শিষ্যরা বুঝতে ভারতের কোটি কোটি মানুষের অন্ন ক্লিষ্টতা দুঃখ দারিদ্র্য। রামকৃষ্ণ সংঘ গড়ে তোলার আদর্শ কেবলমাত্র ঠাকুরের ছবিকে সিংহাসনের বসিয়ে সকাল সন্ধ্যায় পূজার্চনা আরতি নয়। প্রতিটি সৃষ্টিকণার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ কল্প–ভাবনা তিনি তো নিজের সাধনার পদ্ধতিগত দিকটাকে অনুসন্ধান করেছেন প্রমাণ সাপেক্ষের দ্বারা। মানুষের আস্বাদনের মধ্য দিয়েও ব্রহ্মার উপলব্ধি সম্ভব। ধর্ম যে নিশ্চল যাত্রার আশ্রয়দাতা নয় তা তাঁর কথামৃতে সারৎসার ব্যাখ্যা করেছেন। ''সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। এক ঈশ্বরকে নানা নামে ডাকে। যেমন এঘাটের জল হিন্দুরা খায়, বলে জল, আর এক ঘাটে খ্রিস্টানরা খায় বলে ওয়াটার, আর একঘাটে মুসলিমরা খায় বলে পানি। তিনি ধর্মের নামে বুজরুকির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, ''দেব মোড়লের বাড়িতে দেখেছিলাম একজন পিশাচসিদ্ধ। পিশাচ কত কি জিনিস এনে দিত। অলৌকিক শক্তি নিয়ে কি করব? ওর দ্বারা কি ঈশ্বর লাভ হয়? ঈশ্বর যদি লাভ না হয় তাহল সকলই মিথ্যা।

এই ঈশ্বর লাভ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবন দর্শন। এই দর্শনে বদ্ধ জীবনের কোনও স্থান নেই। বদ্ধ জীবের সংসারী জীবের কোনও মতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগ পায় এত দাগ পায় তবু চৈতন্য হয় না।' কাঁটা ঘাস খেতে খেতে মুখে রক্ত বের হলেও ওই কাঁটা ঘাসই খাবে। সংসারী মানুষকে এই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হবার জন্য ভক্তিমার্গের পথে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। ওই ভক্তি উপবাস–দন্ডি কাটা নয়। এই ভক্তি প্রেম ভালোবাসা। গান্ধিজি এই প্রেমভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানবতার জাগরণ ভাবনা হিন্দ স্বরাজ গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। অন্তরের মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের সিংহাসনে বাইবেলের সুসমাচার অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে যে ঈশ্বরের অনুরণন। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী তাঁর আরাধ্য স্বামীর এই ভাবনাকে নিজের জীবনের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। রান্না করা থেকে শুরু করে উঠান ঝাট। এমনকি গ্রামের দারিদ্র মানুষের অন্ন সেবার পর নিজ হাতে তা পরিষ্কার করতেন। এর চেয়ে বড় ভক্তির দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

ছাত্রবয়স থেকে বিপ্লব শব্দটির প্রতি মোহ অথবা আকর্ষণ। পরিণত বয়সেও দেহ মনকে উত্তেজিত করে। চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব আনে প্রগতি–পরিবর্তন। বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে সজাগ–সচেতন হতে পারলেই, পূর্বতন অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্য আকাঙ্খিত হই। যার জন্য প্রয়োজন 'বিবেক' বা চৈতন্য। ১৯৩০–এর দশকে ইতালির ফ্যাসিবাদ বিরোধী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা অ্যান্তোনিও গ্রাহামশী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই–এ শ্রমিক শ্রেণির বিকল্প মর্তাদর্শগত সাংস্কৃতিগত সচেতনতা বা চৈতন্য শক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বাস্তুতান্ত্রিক জীবন ধারার সচেতনতা শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বকে মতাদর্শগতভাবে চালিত করে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব, 'সর্বহারার একনায়কত্ব' সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে দাঁতাল হাতির মত্ততায় নিপীড়িত বঞ্চিত জনগণকে উত্তেজিত করতে পারে। কিন্তু বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। হিংসার ধারা ক্ষয়িষ্ণুতা বর্বরতাকে ধ্বংস করা যায় কিন্তু নৈতিক প্রেম শুদ্ধ মুক্ত চেতনা বিবেক আত্ম নিয়ন্ত্রণ শক্তির স্বাধিকার না থাকলে পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিপ্লবের এই মর্মকথা বা নির্যাসকে আধ্যাত্মিক শক্তি ও সাহসের দ্বারা বুঝেছিলেন। তাঁর দেহবসানের ৮ মাস ১৫ দিন আগে ঘোষণা করেছিলে ধর্ম আধ্যাত্মিকতার অনির্বান সত্যকে। ধর্ম হল 'আত্ম' নবজাগরণের মাধ্যম। বিশুদ্ধ সচেতনতার দ্বারাই 'আত্মা' শক্তি স্বাধীনতা উপলব্ধি সম্ভব। ১৮৮৬র ১লা জানুয়ারি গোধুলিবেলায় কাশীপুরে রামদত্তের বাগান বাড়ির দোতলা থেকে নেমে এসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়কুমার সেন, নবগোপাল ঘোষ সহ ৩০ জন ভক্তকে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক'।

প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করতে পারে ঈশ্বর হল প্রেম। যার দ্বারা রাষ্ট্র সমাজের পরিবর্তন আর্ন্তজাতিক সাম্যবাদ আমরা সবাই রাজা হতে পারি। বিপ্লবের এটাই আকর–সত্য। আবেগের কল্পতরু নয়, যুক্তিবাদের আলোক চৈতন্য দিবস ১লা জানুয়ারি। জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ ভুবন মঙ্গল। বিকল্প ভাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলন।

ভারতের কমিউনিস্টরা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার এক নম্বর পৃষ্ঠপোষক

নির্মল গোস্বামী

আমি যে এলাকায় বাস করি সেখানকার সিপিএমের এক লোকাল কমিটির সম্পাদকের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমাদের মধ্যে রাজনীতি নিয়েও খোলামেলা আলোচনা হত। ইয়ং ছেলে। আমার থেকে ১২–১৫ বছরের ছোট হবে। আমার লেখা মন দিয়ে পড়ত। কখনও খুব ভালো বলত। আবার নিজের দলের বিরুদ্ধে লিখলে আজ–বাজে যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করত। আজ সে আর আমাদের মধ্যে নেই। নিয়তি অকালে জীবন কেড়ে নিয়েছে। একদিন প্রশ্ন করে ছিলাম যে আচ্ছা এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেই ইমামদের ভাতা দেওয়া শুরু করল সরকারি কোষাগার থেকে এটা কি সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব নয়? সে উত্তরে বলেছিল নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ এটা। আমি প্রশ্ন করি দেখ বিজেপিকে তোমরা সাম্প্রদায়িক দল বল। পশ্চিমবঙ্গে তাদের ক্ষমতাও সীমিত, তবুও তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে আন্দোলন করেছে এমন কি হাইকোর্টে গিয়ে এই সরকারি সিদ্ধান্ত যে সাংবিধানিক তা প্রমাণ করে ছেড়েছে। তারা সাম্প্রদায়িক দল হয়ে যেটা পারল। তোমরা অসাম্প্রদায়িক দল হয়ে সেটা পারলে না কেন? তোমাদের নেতারা কেউ কেউ ব্যক্তিগত পরিসরে আলোচনা সভায় বসে যদিও বা এর বিরোধিতা করেছে। কিন্তু পার্টিগত ভাবে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মিটিং মিছিল বা প্রচার অভিযান হয় নি কেন? অনেকক্ষণ নীরব থেকে একটা বিড়ি ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল নির্মলদা তুমি কি আমার মুখ থেকে পার্টি বিরোধী বক্তব্য শুনতে চাইছ? শোন অনেক সময় পার্টির সিদ্ধান্তের সঙ্গে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত না মিললেও আমাদের তা মেনে নিতে হয়। এটাও ওই রকম কিছু একটা ধরে নাও।

সিপিএম এর তাত্ত্বিক নেতারা কিন্তু বোঝে নিয়ে যে মাটির কাছাকাছি যারা থাকে তাদের কর্মী সমর্থকদেরও বাস্তব অভিজ্ঞতা ঠিক কি? সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে নেতাদের যা অভিমত সেটা কি নিচু তলার অসংখ্য কর্মী সমর্থকদেরও একই অভিমত। একটু তলিয়ে যদি দেখে তাহলে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষগুলো যারা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে 'সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলুক। তাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনুক। যে উদ্বাস্তুদের নিয়ে সিপিএম তথা কমিউনিস্টদের পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত তাদের অভিজ্ঞতার যদি মূল্য দিত তাহলে অন্তত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে দুকথা শোনা যেত তাদের কর্মসূচিতে।

বর্তমানে সিপিএম ভারতীয় রাজনীতির মূলস্রোতের অঙ্গনে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এত দিন তারা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়ন বলে ঘোষণা করে এসেছে। হিন্দু আগ্রাসী শক্তিকে ক্ষমতার কেন্দ্রের থেকে তারাই ঠেকিয়ে রেখেছিল। আজ আর সেই কথা বলতে পারবে না। সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রধান মুখ যিনি তিনিই আজ ভারতের ভাগ্য বিধাতা। দেশের হৃদয় তাকে বরণ করে নিয়েছে। দেশের বাইরে তিনি প্রশংসিত সংবর্ধিত। বর্ধন–ইয়েচুরি–বৃন্দারা এখন জনগণকে কি বলবেন? বিহার নির্বাচনে লালু নীতীশ কমিউনিস্টদের সাহায্য ছাড়াই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঠেকিয়ে দিল। পাঁচ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা হারিয়ে তারা যেমন উল্লেখযোগ্যভাবে হীনবল হয়েছে তেমনি আদর্শগত ক্ষেত্রেও দেউলিয়া হয়েছে। তারা বার বার আক্ষেপ করছে যে যুব সম্প্রদায় তাদের দিকে আর তেমনভাবে আসছে না।

এই অবস্থায় পার্টিকে আরও বেশি করে মানুষের কাছে তুলে ধরবার জন্য সীতারাম ছয়টি বই বের করেছে। ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাবার জন্য আরএসএস কি কৌশল নিয়েছে তারই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদে আলোচনা আছে তাতে। সিপিএমের কাছে বর্তমানে আরএসএসই বড় বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। কিছুদিন আগে খবরে প্রকাশ পায় যে সিপিএম আরএসএস–এর ধাঁচে সংগঠন করতে চাইছে। আরএসএস–এর যেমন সারা দেশে প্রচুর স্কুল আছে সেই স্কুলে ছাত্রছাত্রীরাই পরবর্তীকালে আরএসএসএর সদস্য হয়। প্রথম থেকেই আর এসএস তাদের আদর্শ ছাত্রদের মগজে ঢুকিয়ে দেয়। সিপিএমও তাই ভাবছে তাদের যুব সদস্যের ঘাটতি পূরণের জন্য তারাও এই রকম স্কুল খুলবে যেখানে তারা ধর্মনিরপেক্ষতা, কমিউনিস্ট আদর্শ, মার্কসবাদ ইত্যাদি বিষয়ে শিশুদের মগজে যদি ঢুকিয়ে দিতে পারে তাহলে তারাই সব পরবর্তীকালে সিপিএম–এর সদস্য হবে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে তারা সদস্য সংগ্রহে আজ কতটা অসহায় হয়ে পড়েছে। সবেধন নীলমণি ত্রিপুরায় পদের ক্ষমতার দীপশিখা টিমটিম করে জ্বলছে মাত্র বাকি সব প্রদীপ নিভে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার সব অলিন্দ থেকে তারা বিতাড়িত তৃণমূল দ্বারা। তাদের নেতা থেকে কর্মীরা হয় তৃণমূল, নয় বিজেপিতে নাম লেখাচ্ছে, প্রতি নিয়ত। ৩৪ বৎসরের অভিজ্ঞতায় যে মানুষ ঋদ্ধ হয়েছে তাদের কাছে তৃণমূলী শাসনের ছিদ্র অন্বেষণ করার কথা যত উচ্চস্বরেই বলা হোক না কেন, তা সহজে যে জনগণ গ্রহণ করবে না তা তারা ভালোভাবে জানে। আবার পশ্চিমবঙ্গে যদি ক্ষমতায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায় তাহলে প্রথমে প্রয়োজন এ রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট যা তৃণমূল দখল করেছে শুধু নয়, তাকে ধরে রাখার জন্য যে নব নব নিত্য নতুন ভোল বন্টনের পন্থা আবিষ্কার করছে তাতে সিপিএম দিশাহারা। তাই ভারত যাতে হিন্দুরাষ্ট্র না হতে পারে তার জন্য একাবারে কোমর বেঁধে আসরে নামতে চাইছে ইয়েচুরি ব্রিগেড।

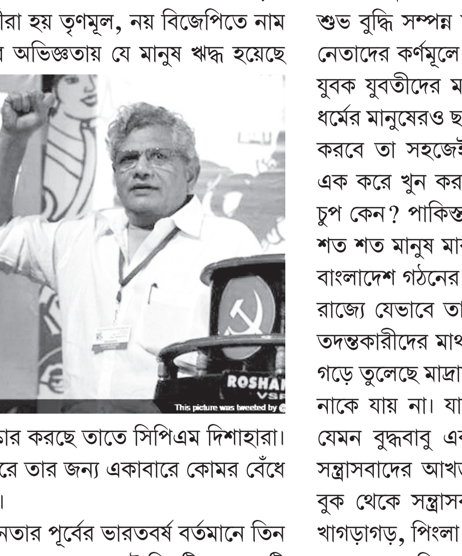

আচ্ছা যদি প্রশ্ন করা হয় যে স্বাধীনতার পূর্বের ভারতবর্ষ বর্তমানে তিন ভাগ হয়েছে। অর্থাৎ তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে। আর সেই তিনটির মধ্যে দুটি রাষ্ট্রই ইসলাম ভাবধারায় পরিচালিত রাষ্ট্র। মুসলিম রাষ্ট্র বলতেও পারি। তাতে করে মানুষের কি ক্ষতি হয়েছে? সাধারণ মানুষদের নিয়েই তো কমিউনিস্টদের রাজনীতি। তাহলে পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে মুসলিমদের কোনও নীতি হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নেই কেন? আর যদি অন্য ধর্মের মানুষদের ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে তাদের স্বপক্ষে কোনও বক্তব্য নেই কেন? অবিভক্ত ভারতেই তো কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল। এই একই প্রেক্ষিতে যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নিই ভারতকে আরএসএস হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করবে তাহলে তাতে করে নব্বই কোটি হিন্দুর কি ক্ষতি হবে? বা পাকিস্তান–বাংলাদেশে যেমন ভাবে অমুসলিম জনগোষ্ঠী থাকে তেমন ভারতে মুসলিমরা বসবাস করবে। যদি পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে অমুসলমানদের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন অত্যাচার না হয়ে থাকে তাহলে হিন্দু ভারতবর্ষে অহিন্দুদের উপর অত্যাচার বা নিপীড়ন হবে এই অগ্রিম বার্তা সীতারাম অ্যান্ড কোম্পানির কাছে কে বহন করে আনল?

এককালে জানতাম কমিউনিস্টরা যতটা না জাতীয়তাবাদী তার থেকে বেশি আন্তর্জাতিকতাবাদী। শুধু নিজের দেশের সমস্যার কথা ভাববে এমন সংকীর্ণমনা এরা নয়। দুনিয়ার জনমজুরের মুক্তির শপথ নেয় মে দিবসে। আমেরিকায় পুলিশের গুলিতে ছাত্র মরলে এখানে নিক্সনের কুশ পুতুল পোড়ানো হয়। ভিয়েতনাম–কিউবা থেকে হাত ওঠাও এই শ্লোগানে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারের সামনে অবরোধ হয়। রাশিয়ার লেনিন এদের ঘরের লোক। আপনার চেয়ে আপন। কারণ তিনিই পথ প্রদর্শক। আবার একদল মাও সে–তুংকে আমাদের চেয়ারম্যান বানিয়ে দেয়। এদেশ থেকে চাঁদা তুলে ভিয়েতনাম কিউবায় পাঠানো হত এককালে। এ হেন আন্তর্জাতিক দলগুলো আজ নেহাতই জাতীয় ইস্যুতেই আটকে আছে কেন তা বোধগম্য হচ্ছে না।

সারা বিশ্বে যখন ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন আইএস একটা উপদ্রব হিসাবে দেখা দিয়েছে, যখন ইউএনওতে সব দেশে সহমত হয়েছে আইএসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তখন এত বড় একটা আন্তর্জাতিক ইস্যুকে তারা প্রচারের হাতিয়ার করছে না কেন? ভারতে উগ্র হিন্দু সংগঠন আরএসএস এর বিরুদ্ধে ছয়টা বই প্রকাশ করছে আর তালিবান–আইএস এর বিপদ সম্পর্কে তারা নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে কেন?

এরা শুধু মানুষ মারছে তা নয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের শ্রম আর মেধার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা মানব সভ্যতার অমূল্য নিদর্শনকে ধ্বংস করছে নির্বিচারে। জ্যান্ত মানুষের গলা কাটছে সেই ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কতটা নিষ্ঠুর হলে একাজ মানুষ করতে পারে? তারা সারা বিশ্বে খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে এই কথা জোর গলায় প্রচার করছে। বিশ্বের সমস্ত শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আজ আতঙ্কিত। কিন্তু আমাদের দেশের সিপিএম নেতাদের কর্ণমূলে তা প্রবেশ করছে না। একদল ক্ষ্যাপা মানুষ ধর্মের নামে যুবক যুবতীদের মগজ ধোলাই করে হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। তারা নিজ ধর্মের মানুষেরও ছাড় দিচ্ছে না। অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি তারা কি ব্যবহার করবে তা সহজেই অনুমেয়। বাংলা দেশে স্বাধীন চিন্তার মানুষদের এক এক করে খুন করছে। তারা স্বীকার করছে এ বিষয়ে। অথচ বাম নেতারা চুপ কেন? পাকিস্তান প্রতিদিন গাড়ি বোমা, মানব বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত শত মানুষ মারছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও বাদ দেয় নি। বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে মুজাহিদিন, জুম আরও সব ইসলামিক জঙ্গিরা এ রাজ্যে যেভাবে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তার করেছে তা দেখে এনআই–এর তদন্তকারীদের মাথায় হাত। এই রাজ্যের জেলায় জেলায় বোমার কারখানা গড়ে তুলেছে মাদ্রাসার অন্তরালে, এই বিপদের কোনও গন্ধ কমিউনিস্টদের নাকে যায় না। যায় না নয়, দেখেশুনে ইচ্ছা করে চোখ বুজিয়ে থাকে। যেমন বুদ্ধবাবু একবার যথার্থই বলেছিলেন যে ''রাজ্যের মাদ্রাসাগুলো সন্ত্রাসবাদের আখড়া'' সেদিন যদি দল ও প্রশাসন মিলে সত্যিই বাংলার বুক থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে বন্ধ করতে চাইতেন তাহলে আজ খাগড়াগড়, পিংলা হত না। উল্টে পার্টির চাপে গদি বাঁচাতে বুদ্ধবাবুকে ফেলা থুথু আবার গিলতে হয়। আর তাতে করে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা অবাধে তাদের নেটওয়ার্ক বাড়িয়ে যায়।

ইয়েচুরিবাবুদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে যে আরএসএস কি আরও অন্য রাষ্ট্রকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার কর্মসূচি নিয়েছে? তারা আজ পর্যন্ত কোনও কোনও দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়েছে। কতগুলি মানব বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। মানব সভ্যতার কত অমূল্য নিদর্শন তারা ধ্বংস করেছে? কোথায় কত বোমার কারখানা তারা তৈরি করেছে? জানি এক বাবরি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারবে না। কতজন আরএসএস কর্মী এদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য জাল নোট পাচারের সঙ্গে যুক্ত বলে ধরা পড়েছে? অথচ যারা বা যে সংগঠন এই কাজগুলি প্রতি নিয়তই করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের কোনও প্রচার পুস্তিকা নেই।

জেনে বুঝে সিপিএমরা মুসলিম উগ্রবাদীদের প্রশ্রয় দেয়। এই বাংলা থেকে একজন মুসলিম আশ্রিতাকে আপনার দলের সরকার তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। সেদিন আপনাদের হাতে সরকারি প্রশাসন ছিল। বিধানসভায় দুই–তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতাও ছিল। তবু তসলিমাকে রাজস্থানে বিজেপি সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হয়। এই অতীত রেকর্ড নিয়ে আজ আপনারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। এ কথা শুনলে ঘোড়াও হাসবে কর্তা। হ্যাঁ যেটা পারেন যা অতীতে করে এসেছেন সেটা হল আরএসএস বিরোধিতার নামে মুসলিম সন্ত্রাসবাদকে তোল্লাই দেওয়া। মালদহে ইসলামিক ফতোয়ার জেরে মহিলা ফুটবল খেলা বন্ধ করে দিতে হয়। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে এক ব্যক্তি মামলা করেছেন যে মুসলমানদের দাপটে তারা হিন্দু ধর্মাচারণ করতে পারছেন না। এই মৌলিক অধিকার যাতে কেউ হরণ না করতে পারে তার জন্যই মামলা করেছে। দিল্লি আড়াই হাজার কিলোমিটার দূর। কিন্তু কলকাতার বিমান বসু বা সূর্য মিশ্ররাও এসব ঘটনা দেখতে বা শুনতে পায় না। মুসলিম ভোট কেটে যাবার ভয় আছে না! হিন্দু দেবদেবীর নামে যার নাম নেই সীতারাম ইয়েচুরিকে বলি বুকে হাত দিয়ে সত্যিকরে বলুন তো আপনি কি মোহন ভাগবতকে মৃত বিন লাদেন–এর মতো সন্ত্রাসবাদীদের মাথা মনে করেন? না কি সবটাই ভোটের লক্ষ্যে মিথ্যার বেসাতি।

হুগলি জেলার চুঁচুড়া–মগরা ব্লকে কৃষিমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা: কৃষককে উন্নত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাতে বেশি করে উন্নত মানের ফসল ফলানো যায়, যেসব ফসল জনমানসে চাহিদা বৃদ্ধি করে এইরকম কৃষি ফসল ফলানোর জন্য ও চাষিদের উৎসাহিত করার জন্য ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান, 'আমার ফসল আমার গোলা' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রায় ৫৬ হাজার চাষীকে বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা প্রদান, স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়ার পূর্বাভাষ যন্ত্র ক্রয়, 'মাটির কথা' ওয়েবসাইট চালু, প্রায় সাড়ে ছয় জানান। ২৮ ডিসেম্বর মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। তিনদিনব্যাপী এই মেলায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার উপ–কৃষি অধিকর্তা অশোক তরফদার, উপ–কৃষি অধিকর্তা (বিশ্ব ব্যাঙ্ক)

এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, উদ্যান পালন, মৎস্য, সমবায় ও প্রাণী সম্পদ বিভাগের মধ্য দিয়ে গ্রামীন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করাই এই মেলার মূখ্য উদ্দেশ্য। গত ২৯ ডিসেম্বর হুগলি জেলার চুঁচুড়া–মগরা ব্লকের আদিসপ্তগ্রামের ব্লক বীজ খামারে আয়োজিত মাটি, কৃষি, উদ্যান পালন, মৎস্য, সমবায় ও প্রাণী সম্পদ মেলা মেলায় এসে এমনটাই জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এর পাশাপাশি কৃষিতে গত পঞ্চান্ন মাসে রাজ্যের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন সারা রাজ্যে প্রায় ৫৯ লাখ চাষিকে কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড, প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার চাষিকে মাঝারি কৃষি যন্ত্রপাতি, প্রায় ৭০ হাজার চাষিকে কোটি টাকা ব্যয়ে কিষাণ মান্ডি গড়ে তোলা ইত্যাদি সদর্থক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যে সব এলাকায় চাষের জলের সংকট রয়েছে সেই সব স্থানে 'শ্রী' পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রায় ৩৫ শতাংশ জল, প্রায় ৩০ শতাংশ বীজ ও ৩০ শতাংশ রাসায়নিক সার কম ব্যবহার করে ফলন ভালো পাওয়া যায়।

বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশ চাষি এই 'শ্রী' পদ্ধতিতে চাষ করে থাকে। তাই বেচারামবাবু জৈব সার প্রয়োগ ও 'শ্রী' পদ্ধতিতে চাষের ওপর গুরুত্ব দেন। সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যের প্রায় ১২ টি জেলার প্রায় ২৮ লাখ চাষীকে ষোলোশো কুড়ি কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে বলে বেচারামবাবু হুগলি জেলা জয়ন্ত কুমার পাঁড়ুই, চুঁচুড়া–মগরা ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক তপন কুমার মন্ডল, মগরা থানার আধিকারিক সুখময় চক্রবর্তী প্রমূখ।

মেলা সূত্রে জানা যায়, চুঁচুড়া–মগরা ব্লকে মোট কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় ৪,১০৩ হেক্টর, নীট ফসল এলাকা প্রায় ৩,৬৩৭ হেক্টর, মোট কৃষক পরিবার রয়েছে প্রায় ৪,২৮৯ টি, কৃষি সমবায় রয়েছে প্রায় ৫ টি, হিমঘরের সংখ্যা প্রায় ২টি এবং প্রায় ২১০ জন এখনও পর্যন্ত কৃষি পেনশন পেয়েছে। মেলায় প্রায় ১৪টির মত ষ্টল রয়েছে। মেলার বিভিন্ন দিনে কৃষি সংক্রান্ত সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

কৃষকদের পাশে আছেন মুখ্যমন্ত্রী : বেচারাম মান্না

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপে রুদ্র নগরে গত ৩০ ডিসেম্বর মাটি কৃষি উদ্যানপালন মৎস্য সমবায় ও প্রাণী সম্পদ মেলার উদ্বোধন করেন কৃষি দফতরের রাষ্ট্র মন্ত্রী বেচারাম মান্না। মেলা চলবে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলায় বিভাগীয় দফতরের নানা স্টল করা হয়।

কৃষকদের কর্মশালায় ৩০০০ কৃষক যোগদান করে। মেলায় সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল প্রদান, কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড, কৃষি যন্ত্রপাতি, পাট্টা উন্নত বীজ দেওয়া হয়। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কৃষকদের পাশে আছেন। ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। তাই তাদের জীবন জীবিকার স্বার্থে নানা উন্নয়নমুখী কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্যে কৃষকদের ফসল উৎপাদনের খরচ কমানো, উৎপাদন বাড়ানো এবং সংরক্ষণ ও বিপনন। যাতে করে কৃষকরা মহাজনদের কাছে হাত না পাতেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল এবং জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়।

উস্তাদ খালেক উজ্জামানের বাঁশিতে হ্যামলিনের সুর

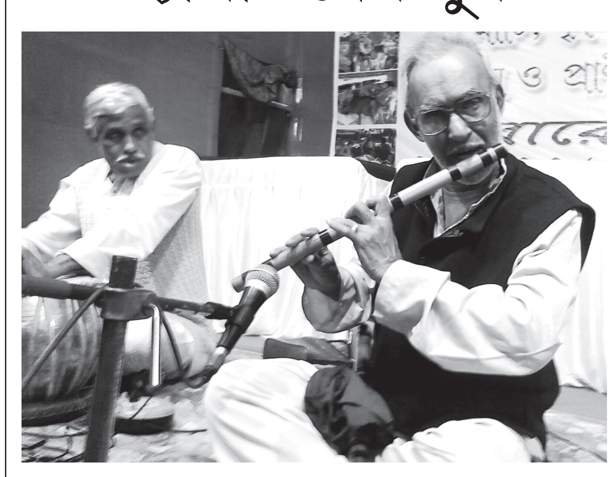

মেহেবুব গাজি, কুলপি : আমরা হ্যামলিন বাঁশিওয়ালার সুর শুনেছি। এবার সেই সুরের ধ্বনি বেজে উঠল কুলপির কৃষি ও প্রাণীসম্পদ মেলাতে। তবে এখানে হ্যামলিন হলেন উস্তাদ খালেক উজ্জামান। যিনি তাঁর আড় বাঁশী ও সানাইয়ের সুরে কুলপিবাসীকে মুগ্ধ করে তুললেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী মাটি কৃষি উদ্যান পালন সংঘ সমবায় ও প্রাণী সম্পদ মেলা ২০১৫–২০১৬র উদ্বোধন হল কুলপির বিডিও প্রাঙ্গনে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই মেলার উদ্বোধন করেন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নুর আকছান বিবি ও সহ সভাপতি প্রদ্যুৎকুমার মণ্ডল ও সমিতির কর্মাধক্ষ্যগণ। এদিন বিধায়ক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন তিনদিনের মেলাতে কৃষকদের তিনি নতুন বার্তা দিতে চান। ছোট জায়গাতে কিভাবে বেশি উৎপাদন করা যায়,পুকুরে মাছ চাষ আরও কিভাবে বাড়ানো যায়, কিভাবে চাষিরা জৈব অজৈব সার মাটিতে প্রয়োগ করবে তারই সঠিক প্রশিক্ষন এই মেলাতে আছে। কৃষকদের কর্মক্ষমতা বাড়াতে মেলার মাধ্যমে দেখিয়ে নতুনদের প্রভাবিত করাই হল মেলার মূল প্রয়াস। রাজ্য সরকার কৃষকদের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড থেকে কৃষি বিমা এনেছে।

প্রযুক্তিগত ভাবে কৃষিতে এগিয়ে যেতে হবে। এদিন মাটি কৃষি ও মণ্ডল এ সমস্ত বলে ঘুরে প্রদর্শন করেন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রদ্যুৎকুমার মণ্ডল। তিনদিনের মেলায় কৃষি প্রশিক্ষণ, পুতুল নাচ, কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শনী ম্যাজিক শো কৃষকদের নৃত্য আয়োজন ছিল। এছাড়াও কৃষি ও মৎস্য নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা সভা ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সমাজ কল্যাণ আধিকারিক নির্ঝর মণ্ডল।

'প্রতীক্ষা' ধ্বসা রোগ সহনশীল

নিজস্ব সংবাদদাতা: ধান চাষে হুগলি জেলার সুনাম দীর্ঘদিনের। সাধারণত আমন, আউস ও বোরো এই তিন প্রকারের ধান চাষ হয়ে থাকে। প্রতিকূল আবহাওয়া, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ইত্যাদি কারণে প্রায়ই ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নানা গবেষণার মাধ্যমে এমন কয়েকটি ধান আবিস্কৃত হয়েছে যেগুলি বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চাষ করা সম্ভব। এমনই একটি ধান হল 'প্রতীক্ষা'। মাঝারি জমিতে এই ধানের চাষ করা হয়। ফসল ফলতে সময় লাগে প্রায় ১৪০–১৪২ দিন। হুগলি জেলার চুঁচুড়া–মগরা ব্লকের ধান চাষি প্রবীর ঘোষ জানান, তাঁর প্রায় ৭ বিঘা জমিতে তিনি 'প্রতীক্ষা' ধানের চাষ করেন। এই প্রজাতির ধান চাষের কয়েকটি সুবিধা হল গাছের গোড়ায় বহুদিন মাটিতে জল জমে থাকলেও ফসলের খুব একটা ক্ষতি হয় না। এর পাশাপাশি এই ধান ধ্বসা সহনশীল। প্রতীক্ষা ধান চাষে মাটিতে নাইট্রোজেন সার কম প্রয়োগ করলে কোনও অসুবিধা নেই। উপরন্তু স্বর্ণ মাসুরী ধানের তুলনায় এই ধান চাষ করতে প্রায় ৩০০–৩৫০ টাকা কম খরচ হয়। ওই এলাকার আরেক চাষি শ্যামাপদ হালদার এই বছর প্রায় ২ বিঘা ৫ কাঠা জমিতে এই প্রজাতির ধান চাষ করেন।

শ্যামাপদবাবু জানান, বিঘা প্রতি সাধারণ পদ্ধতিতে এই ধান চাষ করতে বীজ লাগে প্রায় ৫–৫.৫ কে.জি. এবং 'শ্রী' পদ্ধতিতে চাষ করতে বীজ লাগে প্রায় ৭০০ গ্রাম। বিঘাতে ফলন হয় প্রায় ২০ মন। তবে 'শ্রী' পদ্ধতিতে এর ফলন আরও বেশি হবে। যেহেতু এই ধান ধ্বসা রোগ সহনশীল তাই এই রোগের জন্য খরচা কম হয়। প্রবীর বাবু জানান, এই 'প্রতীক্ষা' ধান চাষে হুগলি জেলা কৃষি দপ্তরের প্রাক্তণ কৃষি আধিকারিক শান্তি রঞ্জন সরকার, চুঁচুড়া–মগরা ব্লকের কৃষি আধিকারিক প্রযুক্তিগতভাবে ও স্থানীয় মগরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রায় ২,৭০,০০০ টাকা আর্থিক ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছে।

সবাই যখন ২৫শে ডিসেম্বর নিজের বন্ধুদের সাথে বা পরিবারের সাথে পার্ক স্ট্রিটে পার্টি করছে তখন ফেসবুকের মাধমে তৈরি একটি পরিবার রাসবিহারীর স্ট্রিট চাইল্ডদের নিয়ে আনন্দ করছে দেশপ্রাণ শাসমল পার্কে। ছোট ছোট শিশুদের মুখে তখন স্বর্গীয় হাসি আর ধরে না। সান্তার হাত থেকে গিফট পেয়ে তারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত। সান্তার সঙ্গে নাচ খাওয়াদাওয়ায় খ্রিস্টমাস পার্টিটা তাদের ভালই কাটলো। শারদীয়া নামে এই ফেসবুক পরিবার পথশিশুদের নিয়ে নানান অনুষ্ঠান করে। তাদেরকে জামাকাপড় দেওয়া তাদের নিয়ে আঁকা তাদের নিয়ে মজাই হল শারদীয়ার মজা। বছরের শেষ দিনটাও তারা এদের সঙ্গে বর্ষবরণের আনন্দে কাটিয়েছে।

জেলাশাসক দপ্তরে আরপিআই–এর স্মারকলিপি প্রদান ও সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতে জেলাশাসক ভবনের সামনে বৃহস্পতিবার রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া এবং ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে এক পথ সভার আয়োজন হয়। এদিন এই দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের দফতরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। নাগরিকত্ব আইন ২০০৩–এর সংশোধন, মাদক বর্জন, প্রতিটি ব্লকে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ, মতুয়া ও ফকির সম্প্রদায়ের শিল্পীদের ভাতাপ্রদান, নারী ধর্ষণ রোধ, শিশু ও নারী পাচার বন্ধ সহ মোট ৩৩ দফা দাবি সম্বলিত এই স্মারকলিপি। সংগঠনদ্বয়ের মোট পাঁচজন প্রতিনিধি এই স্মারকলিপি প্রদানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিনিধিরা হলেন রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি শ্যামল হালদার, ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি আবদুল নইম, বিশিষ্ট আইনজীবী সফিকুল ইসলাম ও সংগঠন সদস্য মফিজুল ইসলাম। এদিন জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এডিএম, এলআরও বিজিত কুমার ধর। তিনি সংগঠনদ্বয়ের প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন নারীধর্ষণ, নারী ও শিশুপাচার রোধ, মদ যুক্ত সমাজগঠন ইত্যাদিতে সবাইকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতা শিবির করা হবে। তাঁর আয়ত্বে যেটুকু করা সম্ভব, তা দ্রুত করার চেষ্টার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এদিনের পথ সভা ও অবস্থান সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনদ্বয়ের বিভিন্ন বক্তারা। এই স্মারকলিপি প্রদান ও অবস্থান সমাবেশে প্রায় দু'শ লোকের জমায়েত হয় বলে জানালেন আরপিআই–এর রাজ্য সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক।

বকখালিতে রাজ্য শিক্ষক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার বকখালির শ্রীজয়গুরু লজে একটি দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন হয়। রাজ্যে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন অরাজকতার বিরুদ্ধে এই সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আসা স্বামী সর্বজ্ঞানন্দ মহরাজ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। এছাড়া ছিলেন সুবিরেশ ভট্টাচার্য, সমীর জানা, সোঃ সোহরাব, ব্রজমোহন মজুমদার, ঝনু প্রসাদ মণ্ডল, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ মালি–সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা শিক্ষকরা। আজ থেকে এই সম্মেলন চলবে তিনদিন ধরে।

দুপুর আড়াইটা নাগাদ প্রথমে মন্টুরাম পাখিরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং জাতীয় সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পরে তিনি শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন। স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজি রাজ্য শিক্ষক সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন। সর্বজ্ঞানন্দজি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পাঠ করে এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্টুরাম পাখিরা জানিয়েছেন, 'আজকের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে আমাদের।'' এদিকে স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজি বলেছেন, ''আজকের দিনে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে তা আমার বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় না। তিনি বলেছেন শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকলে তাহলেই শিক্ষাটা ফলপ্রসূ হবে। তিনি এও বলেছেন আজকের দিনে শিক্ষাতে রাজনীতি প্রবেশ করার ফলে শিক্ষাটা সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারছে না।

পিছনে ফেলেছেন সোহম

প্রথম পাতার পর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। বারাসত বিধানসভার তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রার্থী হন অভিনেতা চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী। নির্বাচনে জয়ীও হলেন তিনি। রাজ্যব্যাপী মমতা–ঝড়ে সক্রিয় তৃণমূল রাজনীতি না করেও তৃণমূলের বিধায়ক হলেন তিনি। কিন্তু আবারও সেই দুর্ভাগ্য বারাসতবাসীর। ভোটের আগে প্রচারে তিনি বারাসতের উন্নয়নে সক্রিয় পদক্ষেপকরণ সহ বারাসতবাসীর পাশে সঠিকভাবে থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভের পর তিনি একপ্রকার ডুমুরের ফুল হয়ে যান। নায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তীকে এলাকার মানুষ সেভাবে পাননি, এমন বহু অভিযোগ আছে। নিঃসন্দেহে তিনি একজন ভালো অভিনেতা, ভালো মনের মানুষ। কিন্তু রাজনীতিতে মানুষের পাশে সব সময় থেকে কাজ করতে না পারলে মানুষ তা মেনে নিতে পারে না বলে মন্তব্য করেন স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা। অধিকাংশ বারাসতবাসীর অভিযোগ, বারাসতের পাশ্বর্বতী বেশ কয়েকটি বিধানসভায় বিধায়কদের উদ্যোগে নজির সৃষ্টিকারী বহু উদ্যোগ হয়েছে। কিন্তু বারাসতের ভাগ্য বামফ্রন্টের আমলে যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। পরিবর্তনের সরকারের এই পর্বে বারাসতের যেটুকু উন্নয়ন হয়েছে, তা কার্যত সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উদ্যোগে। এই মর্মে মন্তব্য করেছেন তৃণমূল ঘনিষ্ট অনেকেই। এসত্ত্বেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আবারও প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন চিরঞ্জিৎ, এমন কথাও জেলা তৃণমূলের বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা গিয়েছে। তবে চিরঞ্জিৎকে ছাপিয়ে আর এক অভিনেতার নাম ভাসছে বারাসতের রাজনৈতিক আকাশে বাতাসে। তিনি হলেন সোহম চক্রবর্তী। চিরঞ্জিৎ আসন্ন বিধানসভা প্রার্থী হবার আশা প্রকাশ করলেও দলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও ইতিবাচক ইঙ্গিত নেই। তার চেয়ে সোহমের পাল্লা এখনও পর্যন্ত তুলনায় বেশ ভারি। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে যে 'হাত ধোয়া দিবস' পালিত হয়েছে বারাসতের কাছারি ময়দানে, সেখানে সোহম এসেছিলেন। তাঁকে ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহও দেখা গিয়েছে স্থানীয় তৃণমূলের অন্দরে। তবে বিষয়টা হল বারাসতের মানুষ অভিনেতাদের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে এবার যথেষ্ট উদাসীন। কারণ চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী প্রার্থী হওয়ায় এলাকার মানুষের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে অভিনেতাদের প্রার্থী করার ক্ষেত্রে বারাসতবাসীর একটা অনীহা তৈরি হয়েছে। এলাকার মানুষ চাইছেন বারাসত বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে একজন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সংগঠককে।

(আরও খবর পরের সংখ্যায়)

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে এক হোক তৃণমূলের নেতারা

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত: শুক্রবার ১ জানুয়ারি রাজ্য সহ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের ১৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস। জেলার সদর বারাসতে রেল স্টেশনের ১ নং ফ্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন লনে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র শহর কার্যালয়। এদিন এই কার্যালয়ের পক্ষ থেকে পালিত হল প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি। সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান তথা বারাসত তৃণমূল টাউন অধিকর্তা সুনীল মুখোপাধ্যায় দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুনীলবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সমীর কুন্ডু, আইএনটিটিইউসি'র সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের সভাপতি সুভাষ মিত্র, সম্পাদক গৌতম (বাপি) সরকার, তৃণমূল কর্মী কৌশিক মজুমদার (ছান্দিক কবি), পিনাকীরঞ্জন সরকার, শেখর ঘোষ প্রমুখ।

এদিন প্রায় শতাধিক কর্মী, সমর্থকদের উপস্থিতিতে সুনীলবাবু বলেন, ১৯৯৮ সালে এক সংকটময় পরিস্থিতিতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এই দিনে। বামফ্রন্ট জমানায় বিভিন্ন ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে লড়াই আন্দোলন করে তাঁর নেতৃত্বেই আজ দল বামফ্রন্টকে সরিয়ে ২০১১ সালে রাজ্যে সরকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজ্যব্যাপী উন্নয়নের জোয়ার বইছে। তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে বারাসত পুরসভাও উন্নয়নে সামিল।' আসন্ন ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সমস্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে নেত্রীর নীতি–আদর্শকে সামনে রেখে দলীয় সমস্ত নেতা, কর্মী, সমর্থকদের কাজ করতে হবে।' এ বিষয়ে সুনীলবাবু তৃণমূলের সকল শাখা সংগঠনগুলোকে সামিল হবার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত এই লন চত্বরের সমস্ত ব্যবসায়ী সহ সমস্ত ভ্যান–রিকশাচালকদের একত্রিত করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কর্মসূচিকে দীর্ঘায়িত করার জন্য সুনীলবাবু এই কার্যালয়ের সম্পাদক বাপি সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শুরু হল জেলা বইমেলা : থিম সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ তম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলার এবারের থিম সুন্দরবন। গত ৩০ ডিসেম্বর বারুইপুরের রাস মাঠে জেলা বইমেলার সূচনা করেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। মেলা চলবে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত।

মেলার আগের দিন আলিপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা সভাধিপতি জানান এবার মেলার বাজেট ২০ লক্ষ টাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন আর্থিক সহযোগিতা করছে। মেলার

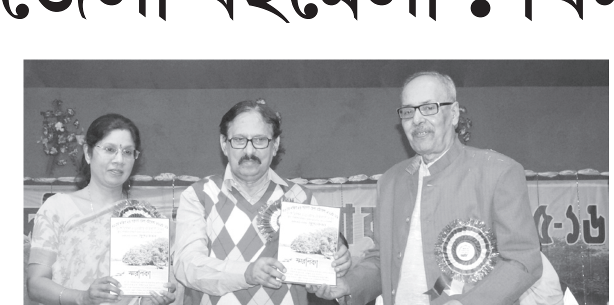

মুখ্য আয়োজক বারুইপুর পুরসভা ও বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতি। জেলার গ্রন্থাগারগুলি মেলা থেকে লক্ষাধিক টাকার বই ক্রয় করে। কলকাতার নামি দামি প্রকাশনা সংস্থা সহ মোট ৮০টি স্টল থাকবে।

জেলার প্রাচীন পত্র–পত্রিকার স্টল করা হচ্ছে। সুন্দরবনের কৃষ্টি সাহিত্য সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মেলায় তুলে ধরা হবে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক সঙ্গে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বাউল সম্রাট মনসুর ফকির, শ্রাবণী সেন, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, রাঘব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। নাটক, যাত্রা, সাহিত্য বিষয়ক সেমিনারও থাকছে। বইমেলায় কোনও প্রবেশমূল্য নেই।

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

আলিপুর বার্তার জন্য বিজ্ঞাপনের কাজে অভিজ্ঞ জেলাভিত্তিক প্রতিনিধি প্রয়োজন।

যোগাযোগ: 8013523095

আপনার এলাকায় আলিপুর বার্তা পেতে হলে সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে–

8981657743

9874017716

E-TENDER NOTICE

Prodhan Kalyanpur Gram Panchayat (Baruipur Block) Invites open tender application from Government enlisted contractors of outside bonafide resourceful contractors having suitable credential for construction of pakka road vide.

S.N.I.T .NO.-1/KGP/BRP of 2015-16

Memo No-539/KGP/2015, Dated-31 /12/2015

For details please log on to:www.wb-tenders.gov.in

Tender ID-2015_ZPHD_62931_1

Sd/-
Prodhan
Kalyanpur Gram Panchayat.

ধন্যি মেয়ে

Alipur Barta : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 10, 2 January - 8 January, 2016

সরকারি প্রকল্প, শহুরে আন্দোলনের পরেও ফিরে আসবে গ্রামীণ মেয়েদের বয়ঃসন্ধি

সুমনা সাহা দাস

বয়ঃসন্ধিকালে যখন মেয়েরা 'পরিণত' হয়ে উঠতে থাকে পরিবারের মাতৃকূল শিক্ষা দিতে থাকে ঠিক কি কি করা বারণ, এবং কতটা করতেই হবে না হলে 'ভালো' মেয়ে হয়ে ওঠা যাবে না। এরই মধ্যে বিশেষভাবে আসে নির্দিষ্ট সেই দিনটি। যখন স্নানঘরে একরাশ ভয় নিয়ে মাকে জানান

দেওয়া শৈশব থেকে বড় হয়ে ওঠা বা বলা ভাল নারী হয়ে ওঠার প্রথম নিদর্শনটির। সেই থেকে কপালে ভাঁজ পড়ে মায়ের, কটা দিন শুধু চুপিচুপি ফিসফিস আর 'না'-এর বন্যা। এটা ছুঁয়ো না, ওটা পোরো না, এখানে যেও না, ওখানে শুয়ো না এবং অবধারিতভাবে যেসব ছেলেগুলোকে এযাবৎ দাদা ও ভাই এবং অবশ্যই হৃদয়ের বন্ধু হিসেবে দেখতে কারও আপত্তি ছিল না। তাদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলায় প্রবলভাবে 'না' শব্দের উপর তৈরি হয় বিশেষ জোর।

জীবনের এই মূল্যবোধ ও চরিত্রগঠনের সব থেকে প্রাথমিক স্তরে আসে নারী পুরুষের বিভাজন, শারীরিক, সামাজিক এবং ব্যবহারিকভাবে এই বিভাজনের মাত্রা এতটাই দৃঢ় হয় যে বোঝা না বোঝার দ্বন্দ্বে তৈরি হয় বহু প্রশ্ন ও গোপন কৌতূহল, নারীর শরীর হয়ে ওঠে পর্দার আড়ালে থাকা তীব্রভাবে গোপনীয়তাভঙ্গের ও নিয়ন্ত্রণের বস্তু। এই স্তর থেকেই জন্ম নেয় তাকে দমন ও নিপীড়নের ধারণা নেয় ধর্ষণের একটি সূত্র। 'পিতৃতন্ত্র' নামক শব্দটি প্রবল হয়ে চাপিয়ে দেয় ধর্ম ও নীতির শাসন।

ঋতুস্রাবের বিশেষ দিনগুলোয় সে হয়ে ওঠে অপবিত্র, অশুচি ও অস্পৃশ্য তবে নারী যতই ঘৃণ্য হোক, অপবিত্র, অশুচি ও অস্পৃশ্য হোক, তার স্বাভাবিক ঋতুস্রাবই তাকে করে তোলে প্রকৃত নারী। নারীর মাতৃত্বকে পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করবে। ধর্মীয় গুরুরা বলবে যেন প্রতিঘরে মায়েরা ৪টি করে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, অথচ যে 'সূক্ষ্ম' পথটি পার করে একটি মেয়ে নারী হয়ে ওঠে, মৌনতা লাভ করেও মাতৃত্ব ধারণের প্রথম লক্ষণ প্রদর্শন করে। তাকেই একঘরে করে রাখবে ঘৃণায় কৌশলে।

একবিংশ শতকে বদলাচ্ছে ধারণার রূপগুলি, সার্বিকভাবে না হলেও মেয়েদের কণ্ঠস্বর মাত্রা পাচ্ছে নানা আন্দোলনের মাধ্যমে।

এই দ্বিচারিতার দীর্ঘ প্রশ্রয়ী ভাবনায় প্রথম আঘাত হানে মাত্র ১৯ বছর বয়সী জার্মানির মেয়ে ইলোনা কাস্ত্রাতি। 'প্যাড এগেনস্ট সেক্সিসম'' নামক এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের জন্ম দেয় সে। মেয়েদের ব্যবহৃত প্যাডে সেক্সিসম বা পুরুষ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে লেখা হয় নানা মতামত। এবং তা ছড়িয়ে পড়ে শহরের ল্যাম্পপোস্ট, দেওয়ালসহ নানা স্থানে। এই ক্যাম্পেন ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গোঁড়া শিক্ষাস্থানে এবং ছড়িয়ে পড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনেও। রক্তিম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত প্যাড ভরে যায়। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ ও নারী বিদ্বেষের বিরোধী কথায়। যেখানে বলা হয় ঋতুস্রাবের রক্ত ঘৃণ্য, অপবিত্র ও অস্বাভাবিক নয় কিন্তু ধর্ষণ ও নারী বিরোধী চিন্তা অবশ্যই তাই।

তবে আসল সত্যটা বা বলা ভাল ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের নগ্নরূপটা এই শহরে বিলাসিতার কাছে বেশি প্রকট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় যে দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মেয়েরা যারা গ্রামে থাকে তাদের কাছে 'প্যাড' শব্দটাই অচেনা। তাই এসবই হয়ে ওঠে প্রচার পাওয়া আধার।

২০১০ সালের ১৫ জুন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় সময়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে একটি প্রকল্প অনুমোদন করে। এই প্রকল্পে ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের নানা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপারে কাউন্সেলিং করানোর ব্যবস্থা এবং পাশাপাশি বয়ঃসন্ধির (১০–১৯) মেয়েদের স্কুলে গিয়ে ন্যুনতম মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়ার ব্যবস্থা। এই সরকারি ন্যাপকিনের নাম 'ফ্রি ডেজ', 'আশা' বা ASHA (Accredited Social Health Activist)-এর দ্বারা বিক্রি করা হবে ন্যাপকিন, দারিদ্র সীমার নীচে ২ টাকা ও উপরে ৫ টাকা করে নেওয়া হবে প্রতি ৬টির এক প্যাকেট ন্যাপকিনের জন্যে। এই ন্যাপকিন তৈরি করবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ও পৌঁছে দেওয়া হবে সমগ্র ভারতের ২০টি রাজ্যের ১৫২টি জেলায়। দেড় কোটি মেয়েদের কাছে। তবে এই সংখ্যাটি প্রথম ধাপের জন্যে যা মূল্য লক্ষের ২৫ শতাংশ মাত্র। 'আশা' কর্মীরা বিক্রিত প্রতি প্যাকেট ১ টাকা ও মাসে একটি করে ন্যাপকিন প্যাকেট পাবে।

এই প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্যই ছিল গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে ন্যাপকিনের ব্যবহারের প্রচলন শুরু করা। কারণ ৯০% -এর উপর গ্রামীণ মেয়েরা ন্যাপকিনের পরিবর্তে ব্যবহার করে নোংরা বাতিল কাপড়, খবরের কাগজ ও তা আবার ধুয়ে, ঘরের কোনে শুকিয়ে পুনঃব্যবহার করে। কারণ এই কাপড় বাইরে ফেললে যদি কুকুরে মুখ দেয়, তবে তাদের বিশ্বাসে গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের আর বিয়ে হবে না। এর ফলে অধিকাংশ মেয়েরাই প্রজনননালীর সংক্রমণে (RTJ-Reproductive Tract Infection)-এ ভোগে। এই যৌন সংক্রমণের ফলে প্রজননকৃত শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়োজিত প্রকল্পে রয়েছে এই ধরনের রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা।

তবে দুর্ভাগ্যজনক বিষয়টি আরও গভীর মজ্জায় স্থান করে রেখেছে। গ্রামীণ স্কুলগুলিতে এই প্রকল্প চালু করার আগে প্রয়োজন ছিল শৌচাগার নির্মাণ, জলের ব্যবস্থা এবং ন্যাপকিনের গোপন ও সঠিক অপসারণের বন্দোবস্ত। শৌচাগারের অভাবে মেয়েরা দীর্ঘ সময় শৌচাগারে যেতে পারে না, ফলে বাড়ে ড্রপ আউটের সংখ্যা। ঋতুস্রাবের দিনগুলোয় মেয়েরা সংকোচের কারণেও স্কুলে আসতে চায় না। তাই ঋতুস্রাব নিয়ে সামাজিক ট্যাবু যত কমবে। স্কুলে স্কুলে বিষয়গুলি নিয়ে সচেতনতা বাড়বে, তত তাদের সামাজিক পরিসরে চলাফেরা করতে, পড়াশোনা করতে সুবিধা হবে। তারই সাথে বিশ্বাসের কুসংস্কার ভেঙে স্বাস্থ্যকরভাবে ব্যবহৃত অপসারণ ব্যবস্থাও প্রয়োজন যা, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেই করা হয়েছে। মাটির গভীরে পুঁতে বা পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বা স্কুলে দাহনযন্ত্র বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্পূর্ণ প্রকল্পই বিশ-বাও জলে। ন্যাপকিন তো বহু দূরের কথা, শৌচাগারই নির্মিত হয়নি স্কুলগুলোয়, তাই তৃতীয় বিশ্বের দ্বিতীয় অথচ সংখ্যাগুরু অংশ অর্থাৎ গ্রামীণ মেয়েরা রয়েই যায় অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও অবহেলার অন্ধকারে। সমাজের মধ্যে তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়গুলি যতক্ষণ না পর্যন্ত 'নীতির' শাসন থেকে বেরিয়ে আসবে, রেশন দোকানে চালের মত ন্যাপকিনও সস্তায় ও নির্দ্বিধায় মেয়েরা কিনতে পারবে ততক্ষণ মেয়েদের একটা অংশই মহাকাশ জয় করবে বাকিরা কুয়োর অন্ধকারে রয়ে যাবে পরিত্যক্ত।

গোসাবায় জনপ্রিয় মহিলা গুণিন

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সুন্দরবনের যখন যেখানে যাই, আমার হিতাকাঙ্ক্ষীরা শীতের সময় যাওয়ার পরামর্শ দেন। তার কারণ, সে সময় সাপের উপদ্রব থাকে না। যদিও আয়লার পরে সুন্দরবনে সাপের উপদ্রব অনেক কমেছে। তবে নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। মাঝেসাঝে সাপের কামড়ে মৃত্যুর খবর কাগজে দেখছি। এই মৃত্যুর প্রধান কারণ চিকিৎসার অভাব। বেশিরভাগ জায়গায় স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল নেই। যেখানে আছে, সেখানে দেখা যাবে, সাপে কাটার উপযুক্ত চিকিৎসা নেই অথবা ওষুধ নেই।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র এত দূরে যে রোগীকে নিয়ে যেতে যেতে মারা যাবে। এ সব নানা কারণে সুন্দরবনের মানুষ দশকের পর দশক ধরে ওঝা, গুণিন ও মন্ত্রতন্ত্র নির্ভর। শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ মতো শীতের জন্য অপেক্ষা না করে, যখন দরকার হয় তখনই বেরিয়ে পড়ি। এ বছর (২০১৫) ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একেবারেই শীত ছিল না। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সব জেনে বুঝেও, বেরিয়ে পড়লাম সুন্দরবনে। চার-পাঁচ দিনের প্রোগ্রাম। যে জায়গাগুলোয় গিয়েছিলাম, সেগুলো হল শান্তিগাছি, লাহিড়ীপুর, রজতজুবিলি, চরঘেরি ও বিধানকলোনি। সবই গোসাবা থানায়।

আমি যে বাড়িতে ছিলাম এবং আরও পাশাপাশি বাড়ির লোকদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কাউকে সাপে কামড়ালে কী করেন? কাছাকাছি তো কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। গোসাবায় নিয়ে যেতে হলে তো ঘণ্টা চারেক সময় লাগবে। তাঁদের মধ্যে থেকে একজন বললেন, সাপে কাটলে আমরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাই না। আমাদের পাড়াতেই গুণিন আছে, তার কাছে নিয়ে যাই। সাপে কাটিকাকে (যাকে সাপে কেটেছে) তার কাছে নিয়ে গেলেই বেঁচে যাবে। উপস্থিত সকলেই একই কথা বললেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এখানে আমাকে যদি সাপে কামড়ায়, আমাকেও তো গুণিনের কাছে নিয়ে যাবে। আমি ছেলেবেলা থেকে সাপকে খুব ভয় পাই। আমি পরের দিন খোঁজ করে গুণিনের বাড়িতে গেলাম। একটা বছর বারো ছেলেকে জিগ্যেস করতে, গুণিনের বাড়িটা দেখিয়ে দিল। পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই তাঁকে চেনে। মাটির বাড়ি। অ্যাসবেস্টসের চাল। দক্ষিণমুখো একখানা ঘর। চওড়া বারান্দা। ঘর সংলগ্ন পুবদিকে ছোটো রান্না ঘর। খোলামেলা এক চিলতে উঠোন। তার পশ্চিমদিকে আরও ছোটো একটা ঠাকুর ঘর। সব কিছুই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঠোনে পা দিয়েই দেখতে পেলাম এক আল্পবয়সী ভদ্রমহিলা দাওয়ায় বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখছেন, আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কাছাকাছি পৌঁছতে, আমি কিছু বলার আগেই জিজ্ঞেস করলেন, কাকে খুঁজছেন? আমি বললাম, গুণিনকে। গুণিনকে! ভদ্রমহিলা একটু অবাক হলেন। রোগী আসবে গুণিনের কাছে। আমাকে তো কোনও অবস্থাতেই রোগী মনে হচ্ছে না। মনে হয়, সেটাই ভদ্রমহিলার বিস্ময়ের কারণ। বুঝতে পেরে আমি বললাম, আমি রোগী নই, আমার সঙ্গেও কোন রোগী নেই। আমি তাঁর সঙ্গে একটু অন্য কথা বলব। দয়া করে একটু ডেকে দেবেন?

– বলুন।

– আপনি গুণিন?

– হ্যাঁ। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি তো থ! এই গুণিন! কলেজে পড়া মেয়েদের মতো বয়স। ভেবেছিলাম গুণিন হবে বয়স্ক পুরুষ মানুষ, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। আমি কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, ওনার কাছে কী জানতে চাই ইত্যাদি বুঝিয়ে বললাম। তিনি আশ্বস্ত হলেন। তারপর আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। ওঁর নাম আশা সরকার। বয়স ২৪ বছর। পড়াশোনা নবম শ্রেণি। স্বামীর নাম সুব্রত সরকার। আশাদেবী ছ'বছর হল গুণিনের কাজ করছেন।

–কোন কোন জায়গা থেকে রোগীরা আপনার কাছে আসেন?

–এই গ্রামের এবং আশপাশের গ্রামগুলো থেকে। যেমন – শান্তিগাছি, লহিড়ীপুর, রজতজুবিলি, চরঘেরি ইত্যাদি।

–কী ধরনের রোগীরা আসে?

–বেশিরভাগ সাপে কাটা। তাছাড়া জন্ডিস, কালা জ্বর, মাথার ব্যামো ইত্যাদি।

– এসব রোগ সারাতে আপনি কি ওষুধ-পালা দেন? না মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে রোগ সারান?

– না। জানা থাকলেও, এখন আমি মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্য নিই না। কারণ, আমার একটা বাচ্চা আছে। ছ'বছরের মেয়ে। তার ক্ষতি হতে পারে। রোগ সারানোর জন্য আমি গাছ-গাছড়ার ওষুধ ব্যবহার করি।

–রোগনিরাময়ের জন্য যে গাছ-গাছড়া ব্যবহার করেন, সেটা কোথা থেকে পান?

–বাজার থেকে কিনতে হয়। আগের থেকে অনেক চড়া দামে কিনতে হয়।

–কোন রোগে কী রকম ফি নেন?

–আমি অন্য ধরণের মানুষ। কারো কাছে চাইতে পারি না।

সুন্দরবনের ডায়েরি

বাড়ির দালানে মহিলা গুণিন আশা। ছবি : প্রতিবেদক

–আপনার পারিশ্রমিক আপনি চাইবেন না কেন? আপনি তো বললেন আপনাদের চাষের জমি নেই। স্বামীও টুকটাক খাটাখাটুনি ছাড়া অন্য কিছু করেন না। ওষুধ তো কিনতে হয়?

–না চাইলেও, নিজে থেকে যে যা দেয়, তাতে কোনও রকমে চলে যায়। এভাবে মাসে গড়ে দেড় দু'হাজার হয়। কেউ কেউ আবার, কঠিন অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে উঠলে, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, শাড়ি দেয় মিষ্টির প্যাকেট হাতে দেয়।

– কী ধরনের সাপে কাটা রোগী আপনার কাছ আসে?

–কেউটে, শামুকে কাউটে, কালাচ প্রভৃতি। এগুলো সব বিষাক্ত সাপ। সাপে কাটা রোগী বেশি আসে বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাসে। এমন রোগীও আসে যাদের মুখ দিয়ে গ্যাঁজা উঠছে, কারও কারও আবার দাঁতের পাটি পড়ে গেছে। তারা সব আমার ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।

–এরকম ঘটনা কি ঘটেছে, যেখানে আপনি কোনও রুগিকে ওষুধ দিয়েছেন, চিকিৎসা করেছেন, কিন্তু বাঁচাতে পারেননি।

–না না। এরকম ঘটনা আমার কাছে আজ পর্যন্ত ঘটেনি। আমি আছি আর আমার মা (মা মনসাদেবী) আছে। আশা করি ওরকম ঘটনা ঘটবে না। একবার পশ্চিম শান্তিগাছির গোকুল ব্যাপারীকে সাপে কাটতে ভ্যানে করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে লাফ মেরে ভ্যান থেকে নেমে বলে 'তোমাদের পা দু'খানি ধরি আমাকে আশাদির কাছে নিয়ে চলো'।

–আপনি এ বিদ্যা কার কাছ থেকে শিখেছেন? আমি জানতে চাইলাম।

–আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে। ঠাকুরমা-ঠাকুরদা এখনও বেঁচে আছে। নেক বয়স হয়েছে। আশি-পঁচাশি। তারা এখনও গুণিনের কাজ করে। ঠাকুরদার বাবার কাছ থেকে ঠাকুরদা শিখেছিল। ঠাকুরদার কাছ থেকে ঠাকুরমা, সেখান থেকে আমি।

সবলায় উপকৃত ১ কোটি নারীশক্তি

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: বয়ঃসন্ধিক্ষণের মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'সবলা' কর্মসূচিটি একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসেবে রূপায়িত হচ্ছে দেশের ২২৫টি জেলায়। পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিক্ষণের মেয়েদের ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচিটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচিটির দুটি বিশেষ দিক রয়েছে। একটি দিক হল পুষ্টি সংক্রান্ত দিকে নজর রাখা এবং অন্যটি হল এই বয়সের মেয়েদের বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে যত্ন নেওয়া। পুষ্টিবিধান প্রকল্পের আওতায় ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের ৬০০ ক্যালোরিযুক্ত পুষ্টিকর খাবারের যোগান দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে ১৮ থেকে ২০ গ্রামের প্রোটিন এবং অন্যান্য খাদ্যগুণের দিকেও বিশেষ নজর রাখা হয়। অন্যদিকে, স্কুলের ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের স্বাস্থ্য ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় ও প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়া হয়। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে শিক্ষা, পরিবারকল্যাণ সংক্রান্ত পরামর্শ, দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গত ১১ ডিসেম্বর লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য পেশ করে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী মানেকা সঞ্জয় গান্ধি বলেন, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে 'সবলা' কর্মসূচি রূপায়ণে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে দেওয়া হয়েছে ৬১০২১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। এর মধ্যে ৫৮৪৯৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ইতিমধ্যেই সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে এ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২৭৪৮৬ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৮৪৪ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। ২০১৪-১৫ সালে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয় ১০২২৮৯১১ জনকে। বর্তমান আর্থিক বছরে এই কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন ৪৮৬৮৫৫৩ জন।

চন্ডীপুরের মহিলারাই মৃত্তিকা শিল্প টিকিয়ে রেখেছেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

সেদিন পরিকল্পনা হল, মামাতুতো বোনের বিয়েতে বর আনতে যেতে হবে উলুবেড়িয়ায়। আমি কলকাতা থেকে, বাকিরা পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি থেকে আসবে। উলুবেড়িয়ার নিমদীঘি বাস স্ট্যান্ডে সকাল ১১টার সময় সবার সঙ্গে দেখা হবার কথা। আমি ১১টায় পৌঁছে ফোন করে জানলাম, ওরা তখন বাড়ি থেকে বেরোবে বেরোবে করছে। মানে আরো ঘন্টা তিনেক লাগবে। সময় নষ্ট না করে উলুবেড়িয়া থেকে গেলাম কুলগাছিয়া স্টেশনে। এখানে শিল্পী তপন কর-এর বাড়ি। উনিও সেইসময় বাড়িতে নেই। ভাবলাম, তবে বহুদিনের পরিচিত জায়গা চন্ডীপুর পোটোপাড়ায় যাই। একটা অটোয় চেপে চললাম পোটোপাড়া।

অটোতে মিনিট দশেক গিয়েই নামলাম ওখানে। রাস্তার দু'ধারে ঠাকুরের খড়ের কাঠামো গাদা করে রাখা। এখানকার পলাশ চিত্রকর-এর খোঁজ করলাম। কয়েকদিন আগে তপন কর-এর স্টুডিও কুলগাছিয়া আর্ট গ্যালারিতে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আজ পলাশ ঘরে নেই। উনি ঠাকুরের মূর্তি গড়েন। ওঁর মা অপর্ণা চিত্রকর। আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি মাটির পুতুল তৈরি করেন। ওঁর শাশুড়িও মাটির পুতুল গড়েন। এইসব বিক্রি হয় স্থানীয় রথের মেলায়, কিংবা পাশাপাশি অন্য মেলায়।

পলাশের মূর্তি তৈরির কারখানা ছাড়িয়ে খানিকটা এগোই। রাস্তার পাশে রবীন চিত্রকর-এর কারখানা। রবীন বাবুর বাবা প্রফুল্ল চিত্রকর-এর সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল। একসময় নাটক করতেন। পরে নাটক ছেড়ে নাটকের মেকআপ করতে শুরু করেছিলেন। খুব রসিক ছিলেন। প্রফুল্ল নিজে এবং তাঁদের পূর্বপুরুষরা পট আঁকতেন। আর বাড়ির ছোট ছেলেরা হাপু গান গাইত। নিজের পিঠে ছড়ি দিয়ে মারত, আর মুখে গান গাইত। সেইসব আজ শুধুই স্মৃতি। ম্যাড়ম্যাড়ে পোটো পাড়াটা আর ভালো লাগে না। ওখান থেকে যাই চন্ডীপুর গ্রামে।

কুলগাছিয়া স্টেশনের দিকে খানিকটা হাঁটা লাগাতেই পৌঁছালাম চন্ডীপুর কালভার্ট-এর কাছে। কালভার্ট পেরোতেই দেখলাম বাম দিকে একটা চায়ের দোকান, ওর সামনে কয়েকটা মাটির সরা, ফুলের টব, মাটির তৈরি আরো কিছু জিনিস। কিন্তু দোকানে কেউ নেই। পাশে একটা মুদিখানা। দোকানে যিনি ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

– এসব কোথায় তৈরি হয়?

– কেন বলুনতো?

– শিল্পীদের সঙ্গে খানিকটা কথা বলতাম।

– কী ব্যাপারে কথা বলবেন?

– আপনি কি শিল্পী? আমি জানতে চাইলাম।

– না, তবে যেমন দরকার, তেমন লোকের সঙ্গে কথা বলাব, এই আর কি।

তবে, একটু বসি। বলার পর সেই ভদ্রলোক দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন, চা খান। বললাম, – – আমার দরকারটা আগে শুনুন। তারপর চা। এখন বলুন, এখানে মাটির কী কী তৈরি হয়?

– সরা, পুতুল, বাচ্চাদের খেলনা, পালকি, নৌকা, শিলনোড়া, চায়ের ভাঁড় হরেকরকমের মাল তৈরি হয়।

ফুলের টব দেখিয়ে বললাম, এগুলো এখানে তৈরি হয় না? ভদ্রলোক বললেন, এসব তৈরি হয় উলুবেড়িয়ার কাছে বাগানডায়। বাগানডা থেকে তৈরি জিনিস এখানে এসে বিকোয়।

যাওয়া আসার পথে পথে

এতক্ষণ বসে আছি সেই চায়ের দোকানে। ভদ্রলোককে আমার বেশ ভালো লাগছে। তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলী হই। তাঁর নাম শিবু হাজরা। চল্লিশের কোঠার মানুষটি বেশ অতিথিপরায়ণ। আতিথেয়তা করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের নানা তথ্য বলে চলেছেন। এখানকার কার্তিক পাল-এর কাজের খুব নাম ছিল। তিনি মারা গিয়েছেন। এখন তাঁর পরিবারের কমলা পাল, ছবি পাল, মালতী পাল, স্বপন পাল, জয়ন্ত পাল, মোহন পাল প্রভৃতিরা মাটির কাজ করছেন। কুমোরপাড়ার অনেকেই কাজ করছেন না, কিন্তু যাঁরা করছেন, তাঁরাতো শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ধীরে ধীরে কুমোর পাড়ার ভেতরে যাই। শিবু বাবু দৌড়চ্ছেন। তিনি খুব উৎসাহী এইসব কাজে। কখনো নিয়ে যাচ্ছেন চাক-এর কাছে, কখনো ভাটিতে। ষাট ছুঁই ছুঁই শিল্পী মালতী পাল জন্ম থেকেই বোবা। কিন্তু মাটির কাজে বেশ দক্ষ। বাবা কার্তিক-এর কাজের ধারাতো তিনি টিকিয়ে রেখেছেন। বৃদ্ধ মা কমলা পাল-এর সঙ্গে নি:শব্দে কাজ করে যান তিনি। কমলা, মালতী একের পর এক সরা তৈরি করেন, পুতুল তৈরি করেন। এসব বিকোয় সথানীয় মেলায় কিংবা হাটে। পুতুলগুলি তৈরি হয় ছাঁচে। এছাড়াও এঁরা তৈরি করেন মাটি দিয়ে তৈরি ছোটোদের নানা খেলনা পালকি, গাড়ি, ঘোড়া।

মাটির তৈরি এই শিল্পগুলির মূল উপাদান মাটি। সেই মাটি আসে উলুবেড়িয়া থেকে। এক নৌকো মাটির জন্য লাগে দু'হাজার টাকা। সেই মাটিতে দু' মাস কাজ চলে যায়। আর তৈরি শিল্প সরা বিকোয় সাত টাকায়, খেলনাগুলো বিক্রি হয় তিন থেকে দশ টাকায়। যেসব যন্ত্রপাতি লাগে সেগুলি যেমন পেটার জন্য পিটুনি কিংবা চাটি বোলে, মাটি কাটার জন্য ঝিনুক, জল রাখার পাত্র, ছাঁচ, ছুরি, চাক প্রভৃতি বড় যত্ন করে আগলে রাখেন বৃদ্ধ কমলা-র ছেলে-মেয়েরা। মায়ের জন্য তাঁদের বেশ গর্ব।

আর সেই গর্বে গর্বিত শিবু হাজরা। কোথাও যেন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর বেশ টান। আর সেই টানেই তিনি নিজের দোকান ছেড়ে উঠে এসেছেন। এদিকে, আমার ফোন আসে। আমার আত্মীয়রা মুম্বই রোডে বাগনান পেরোচ্ছেন। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি। আর যে সময় নেই। শিবু বলেন, আমি আপনাকে হাইরোডে ছেড়ে আসব। বাধা দিই। কে শোনে করা কথা! অলি গলি রাস্তায় শিবু সাইকেল চালাচ্ছেন। কুলগাছিয়া পীরতলায় এসে পৌঁছাই। দু' মিনিটের মধ্যে আত্মীয়দের গাড়িটা এসে যায়। শিবু হাজরা তখনো দাঁড়িয়ে।

মাঙ্গলিকী

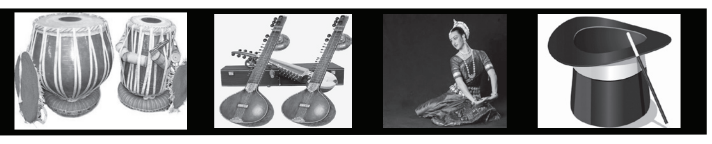

জাদুকর গোরা দত্তর সংবর্ধনা

ছোট থেকেই পড়াশুনায় মেধাবী ছাত্র হিসাবে সুনাম। আবার ছোট থেকেই জাদুর প্রতি আকর্ষণ। অবশ্যই অনুপ্রেরণা পান জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়রের জাদু প্রদর্শনী দেখে। আবার মেধাবী ছাত্র বলেই ছোট থেকে পি সি সরকারের জাদু গ্রন্থগুলি কিনতে শুরু করেন, বইগুলি থেকে খেলা শেখেন, বন্ধুবান্ধবদের দেখাতেও থাকেন। আবার ওই বয়স থেকেই খেলাগুলির অদলবদল ঘটিয়ে খেলাগুলিকে অন্য রূপ দেন, খেলাগুলি হয়ে যায় বালক জাদুকর গোরা দত্তর নিজস্ব খেলা।

তারপর জাদুকর গোরা দত্তর 'জীবন কাহিনী' অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। এগ্রিকালচারে মাস্টারস ডিগ্রী অর্জন করার পর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে শিক্ষকতার জীবন শুরু। ছাত্রদের জাদুও দেখাতেন, জাদুর মাধ্যমে তাদের চরিত্র গড়ে তুলতে বিশেষ বার্তাও পৌঁছে দিতেন। এরপর ব্যাঙ্কিং সার্ভিস পরীক্ষায় বসে সফল হলেন। সাথে সাথে ব্যাঙ্কের চাকরিতে চলে এলেন। ধীরে ধীরে উন্নতি, পৌঁছে গেলেন 'অফিসার' র‍্যাঙ্কে–এ। তবে জাদুকলা চর্চা থামল না। সময় পেলেই এলিট সোসাইটিতে জাদু প্রদর্শনী দিয়ে চললেন। অন্যদিকে 'জাদু সাধক' হিসাবে চলতে লাগল নূতন নূতন খেলার উদ্ভাবন। জাদুকরদের বিভিন্ন আসরে এই সব খেলা দেখিয়ে বিরাট প্রশংসা অর্জন করতে লাগলেন। ফলে বিভিন্ন জাদু সংগঠনের অনুষ্ঠানে হাতে কলমে জাদু প্রশিক্ষণের (লেকচার ডেমোনেস্ট্রেশান) আমন্ত্রণ পেতে রইলেন; এই সব প্রশিক্ষণও দিতে থাকলেন, বহু সাম্মানিক পদক ও অন্যান্য উপহার পেতে থাকলেন। আবার তাঁর উদ্ভাবিত জাদুর খেলাগুলি আন্তর্জাতিক বিদেশী জাদু পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হতে লাগল আর এনে দিল তাঁকে জাদু লেখনীতে প্রথম পুরস্কার, অন্যান্য পুরস্কার বহুবার।

শ্রী গোরা দত্ত ব্যাঙ্কের উচ্চ পদাধিকারী কর্ম জীবনের থেকে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। তাই আজ জাদুকলা চর্চায় আরও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন জাদুকর গোরা দত্ত। নতুন নতুন খেলার

উদ্ভাবন করে চলেছেন আর ১৪ বছরে পা দিতে চলা বরিশার মাসিক জাদু আড্ডায় 'রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান' হিসাবে এই সব খেলা দেখিয়ে নবীন–প্রবীণ জাদুকরদের শুধু মুগ্ধ করে চলেছেন না, সেই সাথে সকলকে জাদুর খেলা নিয়ে নতুন চিন্তা ভাবনার খোরাক জুগিয়ে চলেছেন ...

গত ৪ঠা নভেম্বর বরিশা জাদু আড্ডায় জাদুকর গোরা দত্তকে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' সম্মান জানানো হল তাঁর হাতে মানপত্র, স্মারক, জাদুর খেলা তুলে দিয়ে। 'জেন্টেলম্যান ইন ম্যাজিকওয়ার্লড গোরা দত্ত', আবার বিশিষ্ট জাদু প্রদর্শক, জাদু স্রষ্টা গোরা দত্ত'র সম্বন্ধে ভালবাসা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন জাদুকর ভি এম ঘোষ, সতীপ্রসাদ সরকার, মানস সিনহা, শৈলেশ্বর মুখার্জী, আর. ডি, শ্যামল কুমার, আশীষ মুখার্জী, সমীর গুহ ঠাকুরতা, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস পাল প্রমুখ। মোবাইলে অভিনন্দন জানালেন 'সাইকো ম্যাজিক' কোম্পানির কর্ণধার লিয়াকৎ আলি, সুদূর অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাডা অঞ্চল থেকে জাদুকর জি শ্রীনিবাস— আসর হল সমৃদ্ধ।

পরে জাদুকর গোরা দত্ত প্রদর্শন করলেন তাঁর সাম্প্রতিক কালের সৃষ্ট কিছু খেলা, কৌশলও ব্যাখ্যা করলেন— আসরে উপস্থিত তরুণ জাদুকরদের সাথে প্রবীন জাদুকরেরাও (এমন কি '৭৫–এ পা দেওয়া এই জাদুকর প্রতিবেদকও) নতুন কিছু শিখলেন, মুগ্ধ হলেন সহজ কৌশলের উপর গড়ে তোলা বিস্ময় সৃষ্টিকারী জাদুর খেলায়— বরিশা জাদু আড্ডা আজ গর্বিত জাদুকর, জাদু উদ্ভাবক গোরা দত্তকে আড্ডার স্থায়ী 'রেসিডেন্ট ম্যাজিশিয়ান' হিসাবে পেয়ে। এদিন আড্ডায় ২১ জন জাদুকর উপস্থিত ছিলেন। ২১ সংখ্যাটি এই প্রতিবেদককে মনে করিয়ে দিল ধ্রুপদী ২১ তাসের জাদুর খেলাটির কথা...

এদিন 'জেন্টেল ম্যান গোরা দত্ত' আবার একটি মূল্যবান জাদুর খেলা বরিষ্ঠ কয়েকজন জাদুকরের হাতে উপহার হিসাবে তুলে দিলেন... যথারীতি এদিনও চা জল পান সহ। আন্তরিক ভালবাসায় সমীর গুহ ঠাকুরতা–শ্রীমতী গুহঠাকুরতা সকলকে করে নিলেন 'আপনার থেকেও আপন'...

চিত্র প্রদর্শনী

দ্য গ্রুপের চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী

সুমিত দাশগুপ্ত

সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে 'দ্য গ্রুপের' মহিলা শিল্পীদের চিত্র ও ভাস্কর্যের ৩২ তম বার্ষিক সম্মেলক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল যার শিরোনাম ছিল 'বিচিত্রা'। ১৯৮৩ সালে সম্পূর্ণরূপে মহিলা শিল্পীদের নিয়ে এই দলের পথ চলা শুরু। বর্তমান প্রদর্শনীতে তেরোজন চিত্রী ও দুজন ভাস্কর্যের কাজ দেখা গেল।

এই গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্যমশ্রী বসুর ছবি নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। তার কাজে একটা অন্য ঘরানার পরিচয় পাওয়া যায়। রিনা মুস্তাফির শ্যাচুলা ওয়ার্ক যথেষ্ট প্রশংসনীয়। আরতী দাসের কাজে রঙের সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। মধুশ্রী মুকুল এর ছবি প্রদর্শনীতে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জীর ছবিও যথেষ্ট উৎকৃষ্ট মানের। এছাড়াও যাদের কাজ ভাল লাগে তারা হলেন মিনতি নাথ। তমালী দাশগুপ্ত ও ভারতী চৌধুরী। ভাস্কর বনশ্রী খানের কয়েকটি কাজ নজর কাড়ে। অপর ভাস্কর নীলিম গোয়েল মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন পেপার ম্যাকো।

আকাদেমিতে স্পেকট্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারোজন শিল্পীর ছবি নিয়ে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে গত ৫ ডিসেম্বর আয়োজিত হল স্পেকট্রাম আর্টস সার্কলের ৪৩ তম

সম্মেলন প্রদর্শনী। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন, তরুণ ব্যানার্জী, সুবুদ্ধ ঘোষ, সুকুমার দাস, স্বপনকুমার পোল্লে, সমীর সাহা, মুরারী মোহন বসু, মলয় চন্দন সাহা, বিশ্বজিত মণ্ডল, অনুপম কর্মকার, অর্পিতা বসু, অঞ্জন সেনগুপ্ত ও অনুপকুমার গিরি। প্রকৃতি নিয়ে ভাল কাজ করেছেন মলয় চন্দন সাহা, মুরারী মোহন বসু ও সমীর সাহা।

পান্ডুয়ায় কবিতা উৎসব

মলয় সুর : 'চিরাগ' সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ২৩ তম বার্ষিক কবিতা উৎসব সারাদিন ধরে হুগলির পান্ডুয়া সেখ পুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ডঃ রমলা মুখোপাধ্যায়ের গানের মাধ্যমে। এরপর মঞ্চে স্বাগত ভাষণ দেন চিরাগ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক জনাব সেখ নসরৎ আলি। শুধুমাত্র মননে–চিন্তনেই নয়। আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কতটা বিরাজ করছে কবিগুরুর কবিতা, গান তারই প্রমাণ মিলল এদিন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়খন্ড, হাওড়া বর্ধমান, দুর্গাপুর থেকে ১০০ জন সাহিত্যপ্রেমী মানুষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এরমধ্যে ২০ জন মহিলা কবি সাহিত্যিকরাও ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক ঋষিণ মিত্র, ডঃ সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, সুনীল মুখোপাধ্যায়, আজকাল পত্রিকার সাংবাদিক সেখ সিরাজ, ডাঃ সমীর বেতাল, উদয় সেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। বলা বাহুল্য এতে ৪০ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এছাড়া ১০ জন সাহিত্যিক অনুগল্প পাঠ করে শোনান।

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়। পশুপতি ঘোষাল স্মৃতি স্মারক পুরস্কার পান ডঃ রমলা মুখোপাধ্যায় এবং সুধা সাহিত্য স্মৃতি পুরস্কার সাগর চন্দ্র নায়ককে দেওয়া হয়। কবিতায় প্রথম হয় সুনীতি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দীপক বসু ও আশিস মিত্র। গল্পে প্রথম হয় অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় স্বপনকুমার হালদার। তৃতীয় সৌমিত্র মজুমদার। অন্যদিকে (২৫০ শব্দে) অনুগল্পে প্রথম স্থান পায় অশোক কুমার রায় ও দ্বিতীয় বহ্নিশিখা ঘটক। কবিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় অমূল্যরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও চাঁদ রায়, অন্য লেখাগুলোও সমৃদ্ধ, সুখপাঠ্য সন্দেহ নেই। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এদিন দুপুরে স্থানীয় স্কুলে এ বছর মাধ্যমিকে রাজ্যের মেধা তালিকায় ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়া ছিল দিনের সেরা দুর্গম আটলান্টিক অভিযানের 'স্লাইড শো' ও তার আলোচনা পর্ব।

ওলটপালট

এ কেবল পালিয়ে বেড়ায়

সুকুমার মণ্ডল

এই বাংলায় শীতের যত কদর বাড়ছে, শীত রাণী–র গুমোর তত বেড়ে চলেছে । বাংলায় শীতের একাল–সেকাল নিয়ে আলোচনা করলেই যে তথ্য–টা প্রথমেই উঠে আসবে তা হল, আগে কেমন কনকনে ঠাণ্ডা পড়ত, আজকাল আর তেমন শীত পড়ে না ..। একশো বছর আগে কলকাতাতে যেমন জমিয়ে শীত নামত আজকাল আর তেমন ঠাণ্ডা ... ।

আচ্ছা মুস্কিল, শীত আসবে কি করে মশাই । এই একশো বছরে কলকাতায় কত বাড়ি গজিয়েছে, কতগুণ মোটর গাড়িও অন্যান্য যান বেড়েছে সেই হিসেব–টা শুনলে আপনার চোখ ট্যারা হয়ে যাবে । বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে জনসংখ্যা । এত মানুষ, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদির জঙ্গলে ঠাণ্ডা ঢুকবে কি করে ! শীত

নেই শীত নেই বলে যারা আক্ষেপ করেন তাঁদের আর দোষ কি। আগে বাংলায় শীত–পোষাক বলতে মলিদা–র চাদর, ফ্লানেল–এর জামা–ব্লাউজ–সেমিজ, বাঙালির মার্কামারা মাফলার, বাঁদুরে টুপি আর হাতে–বোনা জ্যালজ্যালে সোয়েটার। সম্ভ্রান্ত বা অবস্থাপন্ন পরিবারে কাশ্মিরী শালের দেখা মিলত । এমনতর দুর্বল অস্ত্রের জন্য তখন সাধারণ মানুষেরা বোধহয় শীত–কে বেজায় ভয়–টয় করত।

গত একশো বছরে শীতের তীব্রতা যত কমেছে, ততই আমাদের গায়ে আধুনিক শীত–বস্ত্র একের পর এক চেপে বসেছে। আজকাল হাল ফ্যাশনের নানাবিধ সোয়েটার, জ্যাকেট, দস্তানা, টুপি,উলের নানাবিধ অন্তর্বাস মিলে চাদর, রাপার, হাতে বোনা সোয়েটার–দের কোথায় ঠেলে দিয়েছে। সোয়েটারের বাহার–ই বা কম কি! কচি ভেড়ার কচি লোম বেছে উল তৈরি হয়েছে, অতি–উন্নত মিলে সেই অতি–সুক্ষ্ম উলে বোনা হয়েছে হালকা ওজনের সোয়েটার, চোখ–ধাঁধানো জ্যাকেটের বাহার, ক্লোক–ব্লেজারের পশরা শীত–কে ঢুকতে দিলে তো! নিজের শক্তি জাহির করতে না পারলে, শক্তিমান–রা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে, শীতে–র তেমন কোন মনোকষ্ট হয়নি তাই বা কে বলতে পারে।

শীতের নতুন নতুন শাক–সব্জীর কদর ছিল সেসব সময়ে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি, টম্যাটো, মূলো, পালংশাক ইত্যাদি বহু শাক–সব্জী তখন কেবল শীতের দিনেই পাওয়া যেত । এখন সারা বছর ধরে সেই সব শীতের সব্জী আমাদের হঁসেলে হেসে হেসে ঢুকে পড়ছে। শীতের নতুন সব্জীর আকর্ষণের দফারফা হয়ে গিয়েছে।আগে শীতকালে পশ্চিমে হাওয়া–বদলে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। গিরিডি, মধুপুর, শিমূলতলা, হাজারিবাগ, ঘাটশিলা–য় বারোমাস পেটের রোগে–ভোগা বাঙালি দলে দলে পাড়ি জমাত, সঙ্গে ঢাউস সুটকেস, পেল্লায় বেডিং মায় বাসনকোসন–স্টোভ। উদ্দেশ্য কূঁয়োর হজমি জল আর টাটকা শাক–সব্জীতে শরীরের থুড়ি পেটের মেরামতি–টা সেরে ফেলা। শীতকালে শৈলশহরে ভ্রমণ নৈব নৈব চ। দার্জিলিং, মুসৌরী, নৈনিতাল বা সমতুল পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দা–রা নাকি শীতের কয়েক মাস সমতলে নেমে আসতো। শৈলশহরের হোটেলগুলোয় তখন কয়েকমাসের জন্য ঝাঁপবন্ধ হত । এক–আধজন হোটেল খুলে রাখলেও, অর্ধেক–মূল্যে ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্য দরাজ হত । এখন একেবারেই উল্টোপূরাণ । ডিসেম্বর–জানুয়ারি মাসে দার্জিলিং–মুসৌরী–নৈনিতাল–সিমলা–গ্যাংটক ইত্যাদি শৈলশহরে বেড়াতে যাওয়ার ধুম লেগে যায়। ট্রেন–এর টিকিট শেষ, হোটেলে হোটেলে ঠাঁই নাই ,ঠাঁই নাই অবস্থা ।

শীত–র সময় শীতের দেশে মস্তানি করতে যাওয়া কেন বাপু! আমার আশঙ্কাকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে কলেজ–ছাত্রী ভাগিনী–রা সমস্বরে জানালো, শীতের দেশের শীত উপভোগ করার মজাই আলাদা, মামা। আমি মিনমিন করে বললাম, শীত–কে কাঁচকলা দেখাতে গিয়ে শেষে সর্দি–কাশি–ফ্লুয়ের ধাক্কা না লাগে, আই মিন .. । আমার এই মিনমিনে আশঙ্কাও ওরা উড়িয়ে দিয়ে জানালো, গরমকালে শৈলশহরে বেড়াতে গেলে ওই সব বিরক্তিকর অসুখ বেশি হয়, কারণ হঠাৎ করে আবহাওয়া বদলের ধকল আমাদের শরীর নিতে পারে না, অথচ শীতকালে নাকি সেই ভয়–টা প্রায় থাকেই না। হবে হয়তো, তবে কিনা শীত–কে এমন শাসন করার স্পর্ধা দেখালে শীত আর সাহস করে আসে কখনো! তাই হয়তো ভয়ে ভয়ে দূরে সরে থাকে।

নভেম্বর –ডিসেম্বর–জানুয়ারি জুড়ে শীতের লুকোচুরি খেলা চলে । যেই দু–দিন ঠাণ্ডা–ঠাণ্ডা ভাব হয়, আমরাও আগ্রহ ভরে শীতের জবরদস্ত পোষাক–টোষাক বের করে ফেললাম। ওমা কদিন যেতে না যেতেই দুষ্টু শীত উধাও, তখন ভারি গরমজামা গায়ে রাখা ভারি বিড়ম্বনা হয়ে পড়ে। কি ব্যাপার, হঠাৎ শীত পালালো কোথায়। হাওয়া আপিস জানাবে, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ঘাঁটি গেড়েছে, তার চোখ–রাঙানি দেখে বিহার–ছত্তিশগড়ে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়েছে শীত। রাগ–টাগ করে আলমারিতে কড়া শীত–পোষাক তুলে ফেলুন, তারপর দেখুন শীতের ফাজলামোর বহর। কানের পাশে শিরশিরানি হাওয়া তুলে ফিরে আসবে সে। এতো মহা জ্বালা মশাই।

আরে জ্বালা তো আমাদের মশাই, হাওয়া আপিসের এক প্রাক্তন হাওয়াবিদ্ খেদ করে বললেন, যত কিছু উপদ্রব, সব ওই বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে ধেয়ে আসে। সারা বছর ধরে থেকে থেকে এমন এক একটা গুগলি ছাড়ে যে সব হিসেবনিকেশ মাঝমাঝেই উল্টেপাল্টে যায়। এসব মশাই এল নিনো–র দুষ্টুমি অথচ লোকে হাওয়া আপিসের ওপর রাগ করে। সত্যিই তো, হাওয়া আপিস শীত–কে হাপিস করে দেয় না, নিরুপায় ভাবে আমাদের পূর্বাভাস দিয়ে বলতে থাকেন, আগামী কয়েক দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক ডিগ্রি বেশী থাকবে ...। আর আমরা হায় শীত আয় শীত করে ডাকাডাকি করি । শীতকাল এখন সোনার হরিণের মত, যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, দেয় না ধরা।

রক্তদান শিবির

হীরালাল চন্দ্র

গত ২৭ ডিসেম্বর (১৫) সকালে সেন্টার 'সিঁথি' রোডের জুনিয়ার প্রাইমারি স্কুলে 'সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের' উদ্যোগে, সম্পাদক শ্যামল দে বিশ্বাসের সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং মুকুল কান্তি দাসের স্মরণে ৩১তম বর্ষ 'রক্তদান শিবিরের' আয়োজন করা হয়। শিবিরে মোট পঁচিশ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

এই সংস্থার তরফ থেকে আরও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজ অভিজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা করে থাকেন যেমন বিনা খরচায় চক্ষু পরীক্ষা শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষাশিবির, ও ওষুধপত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বিধায়িকা মালা সাহা সংস্থাকে একটি অ্যাম্বুলেন্স দান করেছেন। দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণও করে থাকে। তাছাড়াও ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলো সংস্থার তরফ থেকে আয়োজন করে। সংস্থার জনসেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন বিধায়িকা মালা সাহা এবং ডক্টর গৌর দাস।

চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ ডিসেম্বর রবিবার সকালে কালীচরণ শেঠ লেনে (সিঁথি) ''সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের'' উদ্যোগে, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্যামল দে বিশ্বাসের সুষ্ঠু পরিচালনায়, ডাক্তার সুব্রত সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে (অস্ত্রোপচার) ও সন্তোষ সেনগুপ্তের স্মরণে ''বিনাব্যয়ে'' ছত্রিশতম ''চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবিরের'' (মাইক্রো সার্জারি) সাড়ম্বরে আয়োজন করা হয়। মোট নয় জন ব্যক্তি অস্ত্রোপচার করেন। অনুষ্ঠানে সারগর্ভ ভাষণ দেন পুরমাতা পুষ্পালী সিনহা, কেএমসির বরো চেয়ারম্যান তরুণ সাহা ও সিঁথি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার রঘুনাথ ঠাকুর।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬

পরিচালনায় ঃ মাঙ্গলিকী (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১২ জানুয়ারি – ২৩শে জানুয়ারি ২০১৬

সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

২১ শে জানুয়ারি, ২০১৬

দুপুর ১২টা – **বিষয়–আবৃত্তি**

বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ)

যে কোন রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে। কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে।

বিকাল ৪টা – **একক রবীন্দ্র নৃত্য**

বিভাগ–সর্বসাধারণ

২২শে জানুয়ারি, ২০১৬

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**

বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়

গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য**

বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৬

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**

বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)

বিভাগ–গ (৯এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত)

প্রতিযোগিতার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫
বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪,
মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,
কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১
অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০
আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭
মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬
কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬ বৈকাল–৪টায়।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

খেলা

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

ক্রীড়া জগতের টানাপড়েনের বছর

২০১৫ কেমন কাটল গড়ের মাঠের জন্য? কিংবা ক্রিকেট দুনিয়া কোন ঘটনাকে ঘিরে আলোড়িত হল? টেনিস, হকি বা ব্যাডমিন্টনের মতো গেমসে ভারত কী দাগ কাটতে পারল? এহেন নানা প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে নাড়া দিচ্ছে আপনার–আমার মতো অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমীর মনে। বাদ নেই আলিপুর বার্তাও। তাই বছরের একেবারে শেষ লগ্নে এসে একটু ফিরে দেখার চেষ্টা আর কি।

কমল নস্কর

প্রথমেই যে খেলার কথায় আসব তা শত চেষ্টা করেও বাঙালি দূরে ঠেলে দিতে পারবে না। ভাতের সঙ্গে মাছ না হলে যেমন চলে না, তেমনই গড়ের মাঠের ফুটবল বৃত্তকে কেন্দ্র করে আন্দোলিত হয় বাঙালি বরাবর। তা এই বছরটি কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের জন্য মোটামুটি কেটে গেল বলা চলে। বিশেষ করে যে মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে সারাদিন আমরা ঢাক পেটাই তাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে ইস্টবেঙ্গলের সময়ে ভালো কাটল। কারণ লিগের সাক্ষাতে যেভাবে মোহনবাগানকে ৪–০ উড়িয়ে দিল লাল হলুদ তা দাগা দিয়ে গিয়েছে গতবারের জাতীয় লিগ জয়ী সবুজ–মেরুন হৃদয়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্টিভেন কনস্টানটাইনের প্রশিক্ষণাধীন ভারত একেবারে বছরের শেষে একটু হলেও সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটালো শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে। যে ভারত একসময় জাপান–চিন–দক্ষিণ কোরিয়ার মোকাবিলা করত তাদেরই বাংলাদেশ–নেপাল–শ্রীলঙ্কাকে হারাতে কালঘাম ছুটছে। দেশের মাটিতে বেজায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠা বিদেশি ফুটবলারদের নিয়ে বসা হাট তথা আইএসএলে কলকাতার ভাগ্য এবার একটুর জন্য পিছলে গেল। গতবারের জয়ী এটিকে ব্রিগেড সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে চেন্নাইকে হারালেও প্রথম লেগের ০–৩ পরাজয়ের জন্য ছিটকে গেল টুর্নামেন্ট থেকে। যদিও কোচ হাবাস এবং হিউম–দ্যুতি–গাভিলানদের মতো বিদেশিদের পারফরমেন্সে খুশি কলকাতার ফুটবল মহল।

ক্রিকেটের কথা না বললে এই আলোচনা একেবারেই কানা থেকে যাবে। এইবছর ছিল ক্রিকেট দুনিয়ার সবথেকে বড় আসর বিশ্বকাপ। গতবারের বিজয়ী ভারতকে রণে ভঙ্গ দিতে হল অস্ট্রেলিয়ার পরাক্রমের কাছে। বলাবাহুল্য, অজিরাই জিতে নিল এবারের বিশ্বকাপ। মহেন্দ্র সিং ধোনির বর্ণময় টেস্ট ক্রিকেট জীবনের ইতি গঠল তাঁর অবসরের মাধ্যমে। বাংলার ঋদ্ধিমান সাহা অবশ্য ধোনির বদলি হিসেবে দারুণ সফল। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সিরিজে ঋদ্ধির কয়েকটি ক্যাচ তো বিশ্বমানের। ধোনির জায়গায় ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কের ক্যাপ এখন বিরাট কোহলির মাথায়। যদিও অধিনায়ক হিসেবে এখনও সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি বিরাট। ক্রিকেট দুনিয়ার দুই প্রশাসকের কথা এই বছর উল্লেখ করতেই হবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্যতম প্রধান মসিহা জগমোহন ডালমিয়া তথা জগুদার মহাপ্রয়াণ ঘটল এই বছরেই। সেই জায়গায় নাটকীয়ভাবে আবির্ভূত ভারতীয় ক্রিকেটের মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। অপর এক প্রশাসক শ্রীনিবাসনের অবশ্য ক্রিকেট কক্ষপথ থেকে বিচ্যুতি ঘটল নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে।

ফুটবল–ক্রিকেটের বাইরে ভারতের নাম ক্রীড়া জগতে উজ্জ্বল করলেন টেনিসের সানিয়া মির্জা–লিয়েন্ডার পেজ–মহেশ ভূপতিরা। ব্যাডমিন্টন সার্কিটে নিজের দাপট ধরে রাখায় যারপরনাই সফল সাইনা নেহওয়াল। হকিতে ভারতের পক্ষে খুব ভালো কিছু না ঘটলেও আগের থেকে অনেকটাই উন্নতি ঘটেছে ধ্যানচাঁদের দেশের। এছাড়াও কবাডি, জিমনাস্টিক, তীরন্দাজি সহ আরও কিছু খেল দুনিয়ায় ভারতের বিচরণ খারাপ নয়।

নোদাখালী থানার সম্প্রীতি কাপে সংবর্ধিত কৃতী প্রাক্তনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানা এলাকার সম্প্রীতি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলা হল গত ১৮ ডিসেম্বর মুচিশা ফুটবল মাঠে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং নোদাখালী থানা ও সমন্বয় কমিটির ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। চূড়ান্ত পর্বের খেলার আগে একটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ গ্রহণ করে বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ও নোদাখালী থানা একাদশ। অ্যাডিশনাল এসপি (ওয়েস্ট) চন্দ্রশেখর বর্ধন, ডিএসপি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল) অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত ফুটবলার

মইদুল ইসলাম, নোদাখালী থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা, সভাপতি স্বপন রায়, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনী ম্যাচে বজবজ–২ নং পঞ্চায়েত সমিতি ২–০ গোলে জয়ী হয়। তারপর নোদাখালী থানা এলাকার ১৩ জন প্রাক্তন ফুটবলারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম নক্ষত্র অরুণলাল এবং প্রখ্যাত ফুটবলার সুদীপ্ত চক্রবর্তী ও মইদুল ইসলামকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। থানা এলাকার ১৬টি দলের মধ্যে চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে বিড়লাপুর তিনতলা ফুটবল অ্যাকাডেমি ও নস্করপুর সোনারতরী স্পোর্টিং ক্লাব। ২–০ গোলে তিনতলা ফুটবল অ্যাকাডেমি জয়ী হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ, বিধায়ক অশোক দেব প্রমুখ। নোদাখালী থানার আই পি শান্তিনাথ পাঁজা সম্প্রীতি কাপ টুর্নামেন্টকে সামগ্রিক ভাবে সফল করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক কুনাল মালিক।

একরাশ স্বপ্ন ভলিবলার আকাশের চোখে

মলয় সুর : বাড়ির পাশে ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিশাল মাঠের ভলিবল কোর্ট। সেখানেই ছোট্ট বয়স থেকেই ভলিবল খেলতে নেমেছিল। মিনি ভলিবল গ্রুপের আকাশ চট্টোপাধ্যায়। সেই সময় স্থানীয় প্রয়াত কোচ অশোক সুরের হাত ধরেই ভর্তি হয়েছিল ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাবের ভলিবল কোচিং সেন্টারে। এখান থেকেই নিজেকে মেলে ধরতে শুরু করে। ২০১২ সালে উত্তর চব্বিশ পরগনার সদর শহর বারাসতে অ্যাকাডেমি অফ স্পোর্টস সেন্টারে মিনি ভলিবলে হুগলি ডিস্ট্রিক্টের হয়ে নর্থ চব্বিশ পরগনাকে (৩–০) গেমে সরাসরি হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। এরপর ২০১৪ সালে বালুরঘাটে হুগলি ডিস্ট্রিক্টের মিনি ভলিবলের ফাইনালে বর্ধমানের কাছে হেরে যায়। ২০১৫তে অনুর্দ্ধ ১৭ বছর গ্রুপে পশ্চিম মেদিনীপুরে সাব–জুনিয়র বিভাগে সারা বাংলা আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উত্তর চব্বিশ পরগনার কাছে হেরে রানার্স হয়। ভলিবলের ক্ষেত্রে হাইট একটা ফ্যাক্টর যেমন– কেরল, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের ছেলেরা সব সময়ই শারীরিক গড়নে এগিয়ে বাংলার ছেলেদের তুলনায়। তবে তার মধ্যে প্রায় ছয় ফুট দুই ইঞ্চি হাইটের নিজেই টানটান চেহারার মাত্র পনেরো বছরের অলরাউন্ডার আকাশ চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ আলাদা। এরই মধ্যে সাব জুনিয়র, জুনিয়র পর্যায়ে জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সে চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয় স্কুলে একাদশ শ্রেণির কথা বিভাগের ছাত্র। পরবর্তীকালে দেশের হয়ে শ্রেণির কলা বিভাগের ছাত্র। পরবর্তীকালে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করাই তাঁর মূল লক্ষ্য বললেন আকাশ। বাবা প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় অ্যাঙ্গাস জুট মিলের কর্মী, অনেকদিন হল বন্ধ রয়েছে জুট মিল। কাজ না পেয়ে বসে থাকতে হয়। পাশের বাড়িতে থাকেন জেঠু প্রণব চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুমা শীলা চট্টোপাধ্যায়। তাদের

বাড়ি ভদ্রেশ্বর রবীন্দ্র মঞ্চের কাছে তেঁতুলতলা জগদ্ধাত্রী পুজোর মন্দিরের পাশে। তাদের পুরো পরিবারটা খেলাধুলোর সঙ্গে ও রাজনীতির সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছেন। বয়স কম হলেও ছেলেটির সাফল্যের ঝুলিটি কিন্তু কম বড় নয়। ভলিবল নিয়ে নিরলস অনুশীলন করে যায় একান্ত মনে ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাবের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্থানীয় কোচ পার্থ দাসের পরিচর্চায়। গত নভেম্বর মাসে অনুর্দ্ধ ১৭ হয়ে বাংলা দলের হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানাতে খেলতে যায়। সেখানে প্রি–কোয়ার্টার ফাইনাল গ্রুপে মহারাষ্ট্রের কাছে হেরে বিদায় নেয়। এরপরই সদ্য ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে কে পি কলেজ গ্রাউন্ডে বয়সভিত্তিক গ্রুপে ন্যাশানাল স্কুল বাংলা দল মণিপুরের কাছে দুর্ভাগ্যবশত হেরে যায়। এখানে কোচ ছিলেন অশোক মালাকার। এই ভলিবলারটি মূলত সেন্টার ব্লকার পজিশন এ খেলে। সে কলকাতা ময়দানে ভলিবল ফেডারেশন মাঠে বিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে। বর্তমানে কলকাতার টালিগঞ্জ ক্লাবে নিয়মিত খেলছে। আকাশের বড় ক্লাবে খেলার স্বপ্ন রয়েছে ভলিবল খেলে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্নও।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন
'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে
আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

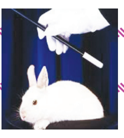

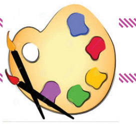

কী করে ক্যালেন্ডার এল?

২০১৫কে বিদায় জানিয়ে বরণ করে নিলাম আমরা ২০১৬কে। ২০১৫ কারোর কাটলো ভালো কারোর আবার দুঃখ কষ্টে অতিবাহিত হলো দেশের ঘটলো নানান ঘটনা। নানান ভাবে ইতিহাসের সাক্ষী রইলো। কিন্তু কিভাবে এই ক্যালেন্ডারের জন্ম?...

মানুষ যখন প্রথম চাষ আবাদ করতে শুরু করল তখন তারা দেখল যে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট ফসল ফলে প্রত্যেক বছর। তারপর তারা গুনতে চেষ্টা করল কত দিন অন্তর এটি হচ্ছে। এটাই ছিল ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করার প্রথম পদক্ষেপ।

মিশরিয়রা প্রথম দিন গণনা শুরু করে। তারা দেখল চাষবাসের ঠিক সময় হল যখন নীল নদী জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাদের পুরোহিতরা লক্ষ্য করল যে, নীল নদ পরিপূর্ণ হয় ১২ বার যখন চাঁদ ওঠে। তখন থেকেই তারা ১২ মাস নির্দিষ্ট করল, তবুও পুরোপুরি ঠিকঠাক হলোনা। শেষপর্যন্ত

মিশরীয় পুরোহিতরা দেখল প্রত্যেকটা বছর এই বন্যা ঘটে যখন একটি জ্বলজ্বলে তারা ঠিক সূর্য ওঠার আগেই দেখা যায়। তখন এরা গুণে দেখল ঠিক ৩৬৫ দিন পর এটা আবার ঘটে। সেই সময়টা হল ৬০০০ বছর আগের। তার আগে কেউ জানত না ৩৬৫ দিন হয় একটি বছরে। মিশরীয়রা একটি বছরকে ১২ মাসে ভাগ করে। প্রত্যেকটিতে ৩০ দিন করে এবং অবশিষ্ট পাঁচটি দিন ব ছ রে র সব শেষে থাকত। তখন থেকেই প্রথম ক্যালেন্ডারের আবিষ্কার।

তথাপি ক্যালেন্ডার চাঁদের উপর ভিত্তিকরেনয়। ক্যালেন্ডার হলো কতদিনে (৩৬৫১/৪) পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে তার ভিত্তিতে। বাড়তি চতুর্থাংশ দিন প্রচুর অসুবিধা তৈরি করতে থাকল। শেষপর্যন্ত ৪৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজার নির্দেশ দেন ওই বছর হবে ৪৪৫ দিনের এবং তারপর থেকে ৩৬৫ দিন করে প্রত্যেক বছরে থাকবে। আর চার বছর অন্তর অন্তর হবে লিপইয়ার আর চতুর্থ বছরে থাকবে ৩৬৬ দিন। ওই চতুর্থাংশ দিন যোগ করে।

কিন্তু কিছু সময় পরে আবিষ্কার হলো বা বোঝা গেলো যে, পবিত্র দিন গুলি ঠিক সময়ে ঠিক ঋতুতে পড়ছে না প্রচুর বাড়তি দিন জমে যাচ্ছে তাই ১৫৪২ সালের পোপ গ্রেগরি XIII ঠিক করলেন এবং নির্দেশ দিলেন ১৫৪২ সালে ১০টা দিন কম থাকবে। এবং ভবিষ্যতে ঠিকঠাকভাবে দিন গণনা যাতে হয় সেইজন্য তিনি আরও নির্দেশ দিলেন লিপ ইয়ার প্রত্যেক ১০০ বছরের শেষ সালে থাকবে না।কিন্তু যদি আবার সেই সাল ৪০০ দিয়ে ভাগ করা যায় তখন থাকবে। যেমন ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ সাল ৪০০ দিয়ে ভাগ করা যায়নি তাই সেই সব সালে লিপ ইয়ার ছিল না। আবার ২০০০ সাল ৪০০ দিয়ে ভাগ করা গিয়েছে তাই ২০০০–এ আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বাড়তি দিন পেয়েছি আর ভবিষ্যতে ৩০০০ সালে লিপ ইয়ার দেখতে পাব না।

এই পদ্ধতিটাকেই বলে 'গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার' আমরা এখন এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলি। এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমরা আমাদের ছুটি আমাদের জন্মদিন আমাদের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করি। ২০১৬ আবার একদিন বেশি। একদিন বেশি ঘটনার সাক্ষী হবো আমরা। এই নতুন বছর সবার ভালো কাটুক।

গত সংখ্যার উত্তর
কলাভবন
উত্তরদাতা–অর্ঘ মিত্র, রবীন্দ্রনগর লস্করপুর

সুব্রত রায়, বিশেষ শিশু, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com